RANI OF JHANSI
A HISTORICAL ROMANCE.

ঝান্সীর রাণী

[ঐতিহাসিক উপন্যাস।]

"অতুল বীরত্ব, শান্ত পবিত্র প্রণয়,
অনাদৃত, এ শ্মশানে আজি ভস্মময় ;
অন্ধ দেশ না চিনিল নূতন উচ্ছ্বাসে ;
ভবিষ্যতে যদি কভু নব যুগকালে
নূতন জীবন আর জ্ঞানদৃষ্টি লভে,
ফুলদাম পুণ্যতীর্থে পরিণত হবে।"

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা,
১/১ শঙ্করঘোষের লেন, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত-বসুমতী-প্রেসে
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০১ অগ্রহায়ণ।

ভূমিকা।
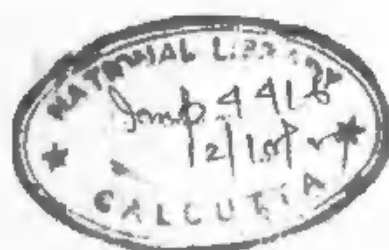
ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ ঝান্সীর রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইর চরিত্র অনর্থক কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঝান্সীর হত্যাকাণ্ড রাণীর আদেশানুসারে হয়। কিন্তু ঝান্সীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে রাণীর সংস্রব ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রমাণ নাই।

রাণী লক্ষ্মীবাইর ন্যায় বীরাঙ্গনা ইংলণ্ডে কিম্বা আমেরিকাতে জন্ম গ্রহণ করিলে, প্রত্যেক লোক আপন আপন গৃহে যত্ন সহকারে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক এখন পর্য্যন্তও রাণী লক্ষ্মীবাইর গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

ঝান্সীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে লক্ষ্মীবাইর সংস্রব থাকিলে আমরাও তাঁহাকে পিশাচিনী বলিয়া ঘৃণা করিতাম। কিন্তু লক্ষ্মীবাইর চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ নিশ্চয়ই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। কেবল লক্ষ্মীবাইর সম্বন্ধে কেন? হলকারের সম্বন্ধেও ইংরেজদিগের এই প্রকার ভুল হইয়াছিল। হলকার ইংরেজদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা তথাচ সিপাহী বিদ্রোহের পনের ষোল বৎসর পরেও তাহাকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৪খৃঃঅব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোরের বিদ্রোহী সাদাত খাঁর ফাঁসি হইলে পর, ইংরেজি সংবাদ পত্রে লিখিত হইল—
"The rebel had confessed at the last moment that he had been instigated and set on by Holkar's Durbar."

যখন হলকারের সম্বন্ধেও ইংরেজদিগের ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছিল, তখন রাণী লক্ষ্মীবাইর সম্বন্ধে ভ্রম হইবার ত বিশেষ কারণ রহিয়াছে। লক্ষ্মীবাইর চরিত্রের এই বৃথা কলঙ্ক নিরাকরণার্থ ঝান্সীবিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বন পূর্ব্বক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসাকারে লিখিত হইলেও ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রহিয়াছে।

শ্রীচণ্ডী চরণ সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

ইংরাজী ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে কাশ্মীররাণী প্রথমবার মুদ্রিত প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তক বহুদিন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারে এই পুস্তক পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অনিচ্ প্রকাশ করেন। কাশ্মীর রাণীর ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাক ইহা বাঞ্ছনীয় নয় এবং পাঠক সাধারণের ঔৎসুক্য দেখিয়া গ্রন্থকারের অনুম লইয়া আমি এই পুস্তক মুদ্রিত করিলাম। গ্রন্থকার ইহার সংশোধন যো স্থানগুলি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। আশা করা যায় সংস্করণ অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য হইবে।

অগ্রহায়ণ
১৩০১।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক।

ঝান্সীর রাণী।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

প্রথম অধ্যায়।

ইংরাজরাজত্ব বিলোপপ্রায়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী লর্ড ক্যানিং এর হস্তে ভারতসাম্রাজ্য সমর্পণ
িয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখন ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে
র্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতেছে। সংগ্রামানলসম্ভূত সর্ব্ব প্রকার অশান্তি
কালের নিমিত্ত নিঃশেষিত হইয়াছে। দুই চারিটী দূরদর্শী লোক ভিন্ন
। অধিকাংশ ইংরাজই শত মুখে ডালহৌসীর রাজনৈতিক কৌশলের
ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিতেছেন। ইহাদিগের সেই প্রশংসাধ্বনি আবার ভারত-
এবং ইংলণ্ডের অনেকানেক সংবাদপত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ডাল-
সীর সুকৌশলে ইংরাজরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্জাব, অযোধ্যা,
পুর, ঝান্সী প্রভৃতি যে সকল প্রদেশ ইতিপূর্ব্বে দেশীয় রাজগণের শাসনাধীনে
, তৎসমুদয়ই ডালহৌসী ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিয়া ভারতাগত ইংরাজ-
ের নিমিত্ত উচ্চ বেতনের নূতন কয়েকটী উচ্চপদ সৃজন করিয়াছেন।
স্বার্থপরতা এবং স্বার্থলাভ চিরকালই মানুষের বিচারশক্তিকে ভ্রমে নিপাতিত
, মানবের জ্ঞানচক্ষে ধূলি প্রদান করে। ডালহৌসীর রাজনৈতিক-
শলের ফলভোগী ইংরাজগণ সমস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ভারতে ইংরাজ
ব চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে;—ইংরাজরাজত্ব বিনাশের সর্ব্ব
ার আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে;—ভারতের রাজনৈতিক-গগন দীর্ঘকালের
পরিষ্কৃত হইয়াছে;—এ গগনমণ্ডলে ভাবী ঝঞ্ঝাবাত কিম্বা মেঘাড়ম্বরের
 চিহ্নই নাই।"

কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা নিহিত রহিয়াছে, তাহা কাহারও দেখিবার
্য নাই। ভবিষ্যঘটনাবলি সর্ব্বদাই মানুষের দূরদর্শিতার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া,
ের বিচারশক্তি এবং ভবিষ্যদৃষ্টির অসারতা সপ্রমাণ করিতেছে। উল্লিখিত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

ইংরাজী ১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে ঝান্সীরাণী প্রথমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তক বহুদিন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারকে এই পুস্তক পুনর্ব্বার মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ঝান্সীর রাণীর ন্যায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকে, ইহা বাঞ্ছনীয় নয় এবং পাঠক সাধারণের ঔৎসুক্য দেখিয়া গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া আমি এই পুস্তক মুদ্রিত করিলাম। গ্রন্থকার ইহার সংশোধন যোগ্য স্থানগুলি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। আশা করা যায় এই সংস্করণ অপেক্ষাকৃত সুখপাঠ্য হইবে।

অগ্রহায়ণ ১৩০১। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
প্রকাশক।

বাহ্যশান্তির অন্তরালে ভারতবক্ষে যে ঘোরতর অশান্তির শিখা জ্বলিতেছে, সুপরিষ্কৃত ভারত-রাজনৈতিক গগনে ধীরে ধীরে অশান্তির বাষ্পবিন্দু সংগৃহীত হইয়া যে একখানি প্রকাণ্ড মেঘ গঠিত হইতেছে, তাহা কাহারও উপলব্ধি হইল না, কেমনেই বা হইবে? মানুষের দুর্ব্বল দৃষ্টি কি কখনও বর্ত্তমান ঘটনাবলীর যবনিকা ভেদ করিতে সমর্থ হয়?

লর্ড ক্যানিং-এর রাজ্যভার গ্রহণের পর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে, ভারতবক্ষস্থিত সেই লুক্কায়িত অশান্তির অনল ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র তৃণসংস্পর্শে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভারতবাসিদিগের অন্তরে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষানল তুষানলের ন্যায় ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল, তাহাই এখন একটী নিতান্ত অমূলক জনরব রূপ মন্দ মন্দ বায়ু সংস্পর্শে সর্ব্বব্যাপী হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। অকস্মাৎ জনরব উঠিল ইংরাজেরা সিপাহীদিগের ধর্ম্মবিনাশের চেষ্টা করিতেছেন। এই মিথ্যা জনরব শ্রবণে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেণ্টের হিন্দু এবং মুসলমান সিপাহীগণ ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় ভাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া উঠিল। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের যে সকল নবাব এবং রাজ্যাধিপতি ইংরাজগবর্ণমেণ্টের অত্যাচারণ এবং দুর্ব্ব্যবহার নিবন্ধন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সঙ্গে যোগপ্রদান করিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভারতে আবার দেশব্যাপী সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। এক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতেছে, ভারতে ইংরাজরাজত্ব চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়ীভূত হইয়াছে—এই ধ্বনিতে দেশ নিনাদিত হইতেছিল। কিন্তু একবৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে "ইংরাজরাজত্ব বিলোপপ্রায়" আবার এই ধ্বনিতে দেশ পরিপূর্ণ হইল।

বিদ্রোহীদিগের দিল্লী আক্রমণের অব্যবহিত পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের প্রারম্ভে একদিন অপরাহ্নে কাশ্মীর রাজপ্রাসাদ হইতে অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া দুই জন লোক পারস্য শব্দ মিশ্রিত উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইহাদিগের কথাবার্ত্তা চলিতে ছিল অনেকক্ষণ পরে ইহাদিগের একজন বলিলেন,—

"এখন ইংরাজরাজত্ব যায় যায় হইয়াছে,—এখনও মহারাণী এই সুযোগে আপন রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—"না—তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না।"

"তিনি কি বলিলেন ?"

"আমার সঙ্গে ত তিনি সাক্ষাৎই করেন নাই। প্রথমে দেওয়ান লক্ষ্মণরাওর দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলাম। লক্ষ্মণরাও প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি নাকি কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণরাও ভয়ে তাঁহার সঙ্গে আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। পরে তাঁহার পিতা রাওসাহেবকে কাল তাঁহার নিকট পাঠাইলাম। রাওসাহেব রাণীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—রাণী ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।"

"ভাই, আমি তোমার কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। মহারাজ গঙ্গাধররাওর মৃত্যুর পর কোম্পানি এই ঝান্সী দখল করিতে উদ্যত হইলে, রাণী তখন লড়াই করিতে সাহস করিয়াছিলেন। আর এখন কোম্পানির রাজ্য যায় যায় হইয়াছে। এখন তিনি আপন রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন না ?"

"ভাই তখন আমরা কেহ যুদ্ধে সাহস করি নাই বলিয়াই ত রাণী এখন আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না।"

"তখন আমরা কি যুদ্ধ করিতে অসম্মত ছিলাম ? রাণীর সেই সন্ন্যাসীটাই ত রাণীকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল। সে এক পাগলা ফকির রাণীকে যে কি মন্ত্রে বশ করিয়াছে জানি না। রাণী তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকেন। বাপের মত মান্য করেন।"

"আমরা সাহস করিলে কি সেই সন্ন্যাসীর কথায় রাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে বিরত হইতেন ? তুমি হয় ত একক সাহস করিয়াছিলে। আর ত কেহই সাহস করিল না। তাহাতেই তিনি মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন।"

"আমার বোধ হয় তুমি নিজে রাণীর কাছে যাইয়া রাণীকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলে, তিনি আমাদের কথায় রাজী হইবেন। আজ রাত্রে তুমি নিজে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।"

"আমার সঙ্গে ত তিনি সাক্ষাৎ করিবেন না। তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে আমার মুখও দর্শন করিবেন না। তিনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক নেমকহারাম বলিয়া মনে করেন।"

"তবে তোমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া ভাল কাজ করি নাই। তিনি তোমাকে নেমকহারাম বলিয়া মনে করেন কেন ? তুমি মুসলমান হইলেও রাজা গঙ্গাধররাওর আমলে ত তোমার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল ?"

হুকুমে। আমার পিতামহ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া কাজ করিতেন। তখন সমুদয় ফিরিঙ্গি—এদের লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত—তাঁহার হুকুমমতে চলিত। কিন্তু ক্রমে আমাদের বাহুবলে নূতন নূতন রাজ্যলাভ হইতে লাগিল, আর দিন দিন নূতন নূতন আইন কানুন চালাইয়া আমাদিগকে নীচে নামাইয়া দিতে লাগিল। দিল্লী দখল করিবার সময় আমার পিতা লর্ড লেকের ফৌজের সঙ্গে ছিলেন। চৈত্রমাসের রৌদ্রের মধ্যে তাঁহাকে কামানের ছায়ায় মাঠের মধ্যে থাকিতে হইত। সেই বৎসরই সিন্ধিয়ার সমুদয় রাজ্যটা ইংরেজদিগের দখল হইল। কিন্তু তাহার কি পুরস্কার আমরা কেহ পাইয়াছি? এক আঙ্গুল জমী কি আমাদিগকে ইনাম দিয়াছে? সিন্ধিয়ার পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিলে তিনটা পরগণা ইনাম পাইতাম।"

"ইংরাজের আমলে আবার ইনাম? শালা দোকানদারের জাত। একটা পয়সার উপর পর্য্যন্ত ওদের নজর রহিয়াছে।"

"ভাই, চাই না ইনাম জায়গীর। অন্ততঃ আমাদের কাজ দেখিয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেও হয়। আমার দাড়ী গোঁপ সফেদ সোনা হইয়া গেল। আজও আমি রেসেলদারই আছি। সতর বৎসরের একটা ফিরিঙ্গি এন্সাইনের (Ensign) তাঁবেদারী করিতে হয় আর তাহার হুকুমমতে চলিতে হয়।"

"আমাদেরও ত সেই দুর্দ্দশা। আমাকেও এখন কমিশনার, ডেপুটী কমিশনার, এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, সকলেরই তাঁবেদারী করিতে হয়, সকলেরই হুকুমানুসারে কাজ করিতে হয়। কিন্তু ও শালারা কি কাজকর্ম্ম কিছু জানে? কাজকর্ম্ম সমুদয়ই আমাদের করিতে হয়। কেবল সর্দ্দারী করিবার ভার ওদের হাতে।"

"না—এ ফিরিঙ্গির আমলে আর ভাল চাকুরী পাইবার আশা নাই। খোদার ইচ্ছা হইলে এবার আর ফিরিঙ্গির মুলুকে থাকিবে না। বাদসাহের রাজ্য বাদসাহের হাতেই যাইবে। দিল্লী বাদসাহের দখল হইয়াছে।"

"ভাই, যুদ্ধের ফলাফল আগে কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। ইংরাজ বড় কৌশল জানে। প্রাণে মরে তবু দেশ ছাড়ে না। ওদের বড় সাহস।"

"আরে ভাই, রেখে দাও ওদের সাহস। আমাদের বাহুবলে দেশ লাভ করিয়াছে; আমরাই ওদের রাজ্য করিয়াছি। আবার আমরাই ওদের রাজ্য পয়মাল করিব। এবার যদি ফিরিঙ্গির মুলুক ছারখার না করি, তবে আমার নাম কালেখাঁ নহে। কিন্তু যদি শিখেরাই আমাদের পক্ষে না আসিলে হিন্দু

সিপাহীদিগকে আমাদের দিকে আনিতে পারিব না। তুমি আবার রাণীর বাপের কাছে যাও। এখন বিলম্ব হইলে নওগাঁও হইতে ফৌজ আনাইতে পারে। রাণীর বাপকে বেশ করিয়া সকল কথা বুঝাইয়া বলিবে।"

"আমার চেষ্টার ক্রটী হইবে না। কিন্তু বোধ হয় রাণীর পিতাও ইহাতে সম্মত হইবেন না।"

"নিশ্চয়ই হইবেন। তুমি আজ রাত্রেই তাঁহার নিকট যাও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে যে দিল্লী বাদসাহের দখল হইয়াছে। ইংরাজের মুল্লুক একে একে যায় যায় হইয়াছে।

"আমি চলিলাম; কিন্তু তুমি এদিকে রেজিমেণ্টের সিপাহীদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা কর।"

"রেজিমেণ্টের মধ্যে আমাদের মুসলমান সিপাহী সমুদয়ই রাজী হইয়াছে। কিন্তু মহারাণী সম্মত না হইলে হিন্দুদিগকে পাইবার আশা নাই।"

"এক শত হিন্দুও রাজী হয় না?"

"প্রায় এক শত হিন্দুসিপাহী রাজী হইয়াছে। কিন্তু তা হইলে কি হইবে। দুই তিনশত সিপাহী যদি বিপক্ষে থাকে তবে সহজে কার্য্য সিদ্ধির আশা নাই?"

"হিন্দুদিগের মধ্যে কে কে রাজী হইয়াছে?

"হাবিলদার গুরুবক্সের চেষ্টায় অনেকেই রাজী হইয়াছে।"

"গুরুবক্সকে তুমি হাত করিয়াছ।"

গুরুবক্সকে আর হাত করিতে হয় নাই। গুরুবক্সই আমাকে সেই দিন ডাকিয়া বলিল—"এখন আর দেখ কি দিল্লী বাদসাহের দখল হইয়াছে। মালখানার টাকা এখনও চালান হয় নাই।' আমি তখনই তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম। পরে তিন চারিদিন আমরা দুইজনে অনেক পরামর্শ করিয়াছি। ভাই, শীঘ্র শীঘ্র কিছু না করিলে মালখানার টাকা চালান হইয়া যাইবে।"

" গুরুবক্স হিন্দুসিপাহীদিগকে রাজী করাইতে চেষ্টা করে না কেন?"

"রেজিমেণ্টের মধ্যে হিন্দু সিপাহী সকলেই গুরুবক্সকে শত্রু বলিয়া মনে করে। গুরুবক্সের [illegible]। সে সমুদয় হিন্দুসিপাহীদিগকে বিধর্ম্মী জাত বলিয়া ঘৃণা করে। [illegible] ছোঁয়া জল খায় না। নিজে রাত দিন কি গুরুনানক না গুরুগোবিন্দ [illegible] কেতাবের নামও মনে থাকে না—পড়ে। কিন্তু গুরুবক্স আমাকে একটী কথা বলিয়াছে তাই তোমায়,

বলিতেছি শোন। সে বলিয়াছে যে রাণী যদি সম্মত না হয়, তবে বলিবে, তাঁহাকে ঝান্সী হইতে তাড়াইয়া দিয়া, আমরা বালাজী গোবিন্দরাওকে কিম্বা রাওসাহেব নানা বাবাজিবিশ্বনাথকে ঝান্সীর রাজা করিয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।"

"এই বেশ পরামর্শ হইয়াছে। এ কথা শুনিলে রাণী এবং তাঁহার পিতা নিশ্চয়ই সম্মত হইবেন। সেলাম, কালেখাঁ। আমি এখনই রাণীর পিতার নিকট চলিলাম।" এই বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

প্রথম ব্যক্তিও "সেলাম, আহম্মদহোসেন—খোদা তোমার কার্য্যসিদ্ধি করুন।" এই বলিয়া দুর্গেরদিকে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
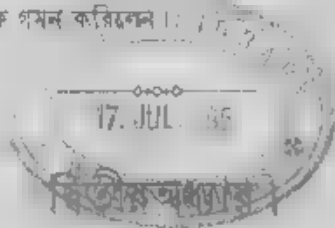
রাজপ্রাসাদ।

জ্যৈষ্ঠ মাস। দিবা অবসান হইয়াছে। জগন্মণ্ডল কিছুকালের নিমিত্ত তমসাবৃত হইয়া পড়িল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমা গগনে সমুদিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল সমুজ্জ্বল করিল। গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত এই সময় গৃহের অভ্যন্তরে কাহারও তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। রাজপ্রাসাদবাসিদিগের মধ্যে কেহ২ গৃহের নিকটস্থ উদ্যানে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কিন্তু আজ কাল সকলের মুখেই এক কথা শুনা যায়। সকলেই একটী বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা বলেন। এখন পথে ঘাটে রাস্তায় সকলেই বলিতেছেন "দিল্লী বাদসাহের করতলস্থ হইয়াছে। ইংরাজরাজত্ব বিলোপ প্রায়—এবার আর ইংরাজের রাজত্ব রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই।" আবার অনেকে বলে ইংরাজ বড় কৌশলীলোক ইহাদিগকে দেশবহিষ্কৃত করা বড় সহজ কথা নহে।

রাজপ্রাসাদবাসিনী একটি খর্ব্বাকৃতি যুবতী অট্টালিকার ছাদের উপর একাকিনী বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কখনও কখনও তিনি সচিন্ত মনে চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না। যুবতীর অনিন্দ্যবদন, বিশালনেত্র এবং কুঞ্চিতোষ্ঠ দর্শন করিলে তাঁহাকে দেববালা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মুখকমল বিষর্ষের ছায়ায় সমাবৃত

হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিমর্ষ-সমাবৃত মুখকমল হইতে গভীর প্রীতি এবং সরলতার ভাব বিকীর্ণ হইতেছে। এই স্থায়ী বিমর্ষের ছায়া যুবতীর মুখকমলের অলৌকিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট না করিয়া বরং একাধারে সৌন্দর্য্য এবং পবিত্রতার সম্মিলন সম্পাদন করিয়াছে। যুবতী অনন্যমনা হইয়া একদৃষ্টে চন্দ্রমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। বোধ হয় নিবিষ্ট চিত্তে তিনি কোন গভীর বিষয় চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু কি বিষয় চিন্তা করিতেছেন তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। হঠাৎ তাঁহার মুখকমল হইতে "যোগিরাজ" এই শব্দটি নির্গত হইল।

"যোগিরাজ" এই শব্দটী যখন যুবতীর মুখ হইতে ধীরে ধীরে নির্গত হইতেছিল, তখন তিনি এতদূর অনন্যমনা ছিলেন, যে তাঁহার নিকটে যে, অপর একটী যুবতী আসিতেছেন, তাহা তিনি দেখিতেও পান নাই। "যোগিরাজ" শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র আর একটী রমণী তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া হাসিতে হাসিতে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বলিলেন—

"সর্ব্বদাই যোগিরাজের চিন্তায় নিমগ্ন আছ। যোগিনী সাজিয়া তাঁহার পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়াও না কেন? রাজ্যের কোন খবরই বুঝি রাখ না? এখন যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

যুবতী একটু লজ্জিত হইলেন। নবাগত রমণী আবার বলিলেন—

"যোগিরাজ এখন কোথায় আছেন বলিতে পার? এখন তিনি এখানে থাকিলে বড়ই উপকার হইত। তাঁহার উপদেশানুসারে যাহা হয় করিতাম।"

যুবতীর মুখ হইতে অকস্মাৎ যোগিরাজ শব্দ বাহির হইয়াছে বলিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন; সুতরাং বিষয়ান্তরের উল্লেখ করিয়া যোগিরাজ সম্বন্ধীয় কথা পরিহার পূর্ব্বক বলিলেন—

"আজ সমস্ত দিবস বাবার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিলে? আহারের পর আর তোমাকে বাহিরে একবারও দেখিতে পাই নাই। তাই সন্ধ্যার পর একাকিনী এখানে আসিয়া বসিয়াছি।"

নবাগত রমণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তাই একাকিনী এখানে বসিয়া যোগিরাজকে চিন্তা করিতেছ।"

যুবতী দেখিলেন তাঁহার উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইল; নবাগত রমণী আবারও সেই যোগিরাজের কথাই তুলিলেন। তখন যুবতী আবার বিষয়ান্তরের উল্লেখ করিয়া বলিলেন "বাবার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিলে বল না।"

শেষোক্ত রমণী এপর্য্যন্ত সহাস্য বদনে কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু যুবতীর

প্রশ্ন শুনিবামাত্র উঁহার মুখাকৃতি গম্ভীরভাব ধারণ করিল। এই গম্ভীর-ভাব যেন তাঁহার মুখকমলের স্বভাবসিদ্ধ স্থায়ীভাব। পরিহাসে কিম্বা প্রগল্‌ভ-তায় তাহা এ মুখকমলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই দ্বিতীয় রমণীর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশবৎসর হইবে। পরিধানে মহারাষ্ট্রীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের পরিচ্ছদ। তিনি একটু দীর্ঘাকৃতি; যুবতীর ন্যায় খর্ব্বাকৃতি নহেন। যুবতীর মুখকমল সরলতা এবং প্রফুল্লতায় পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। নবাগত রমণীর মুখকমল গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ। ইহার ভাবভঙ্গীতে ইহাকে বিশেষ কার্য্য-দক্ষ এবং সুচতুরা বলিয়া মনে হয়। একটু বিশেষলক্ষ্য করিয়া ইহার প্রতিভা-পূর্ণ মুখখানি দেখিলে বোধ হয়,যেন ইনি সমস্ত পৃথিবী শাসন করিবার উপ-যুক্ত। বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে যুবতীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন--

"আর কি পরামর্শ করিব। এখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। কেবল ইংরাজদিগের সিপাহীগণ নহে, দেশশুদ্ধ সমুদয় লোক ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে বলিয়া ক্ষেপে উঠেছে।"

যুবতী বলিলেন "বেশ ত, তবে ইহাদিগের সঙ্গে জুটে এখন আপন রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা কর।"

"তুমি একটী নিতান্ত অদূরদর্শিনী বালিকার ন্যায় কথা বলিতেছ। এই সকল বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষদিগের কথায় নির্ভর করিয়া এইরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কি তুমি উচিত মনে কর?"

"অনুচিত কিসে হইল?"

"অনুচিত নহে? আমার প্রজাদিগের মধ্যে কি কাহারও মনুষ্যত্ব আছে, না বীরত্ব আছে? মহারাষ্ট্রীয় জাতীর মধ্যে কি আর পুরুষ আছে! কাহাকে লইয়া সমরে অগ্রসর হইবে? মহারাষ্ট্রীয় জাতি শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট হইলে ভাল। মহাপুরুষ শিবজীর নাম এ জগতে আর কতকাল কলঙ্কিত হইতে থাকিবে!"

"তবে ইংরাজেরা যখন আমাদের গহনা কাড়িয়া নিল, তখন কোন্ সাহসে যুদ্ধ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে? কথায় কথায়ই বল তুমি ইংরাজকে ভয় কর না; এমন অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

"আমি কাহাকেও ভয় করি না; কিন্তু এই সকল কাপুরুষ লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে কিছুমাত্র লাভ নাই। কেবল নরহত্যার পাপে হস্ত কলঙ্কিত করিতে হয়।"

"তখন যুদ্ধ করিলে নরহত্যার পাপ হইত না? তখন ইহারা কাপুরুষ

ছিল না? কিন্তু এখন এই তিন বৎসরের মধ্যে কি ইহারা কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে?"

বয়োধিকা রমণী স্বীয় সঙ্গিনীর এই কথা শুনিয়া বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—"যুদ্ধ বিগ্রহ সম্বন্ধে তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও অভিজ্ঞতা নাই। সকল বিষয়েরই একটা সময় অসময় আছে। তখনই যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছিল। তখন ইংরাজেরা আমার উপর অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়েই যখন যুদ্ধ করি নাই, এখন ত আমার যুদ্ধ করিবার কোন কারণই নাই।"

"যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কারণ আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। আমিও তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি না। কিন্তু তুমি বলিলে এদেশীয় লোক কাপুরুষ—ইহাদিগকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কেবল নরহত্যার পাপ হইবে। তাই তোমাকে বলিতেছি যে তখনও ইহারা কাপুরুষ ছিল। আর তখন যুদ্ধ করিলে কি নরহত্যা হইত না?"

"তখনও যে ইহারা কাপুরুষ ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কাপুরুষের আচরণ হইতে আমি ইহাদিগকে বিরত রাখিতে পারিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাদিগকে লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগের নিষ্ঠুরাচরণ এবং কাপুরুষতা হইতে কেহই ইহাদিগকে বিরত রাখিতে পারিবে না।"

"তোমার এ কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তখন কাপুরুষতা এবং নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারিলে এখন পারিবে না কেন?"

"তখন আমি ইহাদিগের রাণী হইয়া, ইহাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া ইহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করিতাম। ইহাদিগকে আমার হুকুমের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু এখন কি ইহারা আমার হুকুম অনুসারে চলিবে? তখন আমি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ। আমি ইংরাজদিগকে সসৈন্য আক্রমণ করিতাম। জয় পরাজয় উভয়ই গৌরবের কারণ হইত। কিন্তু এখন এই বিদ্রোহী সিপাহীগণ ঠিক দস্যুর ন্যায় স্থানে স্থানে দুই চারি জন ইংরাজের প্রাণবধ করিতেছে। এখানেও ইহারা তাহাই করিবে। ইহার নাম কি যুদ্ধ? এইরূপ ব্যবহার, ঈদৃশ কাপুরুষতা নিশ্চয়ই নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিবে।"

"যদি এই বিদ্রোহী সিপাহীগণ এখনও সর্ব্বদা তোমার হুকুমানুসারে চলিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তবে ইহাদিগের সঙ্গে যোগ দিতে দোষ কি?"

"ইহারা কখনও আমার হুকুমানুসারে চলিবে না। ইহারা ত আর আমার বেতনভোগী চাকর নহে। আমি ত ইহাদিগকে বেতন দিতে পরিব না।"

"ইহাদিগকে বেতনভোগী চাকর করিয়া যুদ্ধ কর।"

"তুমি নিতান্ত বালিকার ন্যায় কথা বলিতেছ। ইহাদিগকে বেতনভোগী চাকর করিবার আমার কি সাধ্য আছে? আমার কি কোন অর্থ সম্পত্তি আছে? আমার কি নিজের একটা ভাণ্ডার কি মালখানা আছে, যে সেই মালখানা হইতে ইহাদিগের বেতন দিব?"

বয়োধিকা রমণীর এই খেদোক্ত কথা শুনিয়া যুবতী ঈষৎ সহাস্য করিয়া বলিলেন—"তোমার মালখানা আছে বই কি। সে যে অক্ষয় মালখানা, সে মালখানা হইতে যত টাকাই ব্যয় কর না কেন—তোমার সে ভাণ্ডার কখনও শূন্য হইবে না।"

বয়োধিকা রমণী একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কাজের কথার সময়েও তোমার ঠাট্টা তামাসা। কাজের সময় ও সব ভাল লাগে না। তোমার সঙ্গে আর এই বিষয়ে আমি বৃথা বাক্যব্যয় করিব না।"

যুবতী অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণকরিয়া বলিলেন—"আমি কখনও তোমাকে ঠাট্টা করি নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমার পরিহাস করিবার অভিপ্রায় নাই। আমি নিশ্চয়ই জানি যে তোমার একটা অক্ষয় মালখানা আছে সে মালখানা কখনও অর্থ শূন্য হইবে না।"

বয়োধিকা রমণী বলিলেন—"আমি ত জানি না যে আমাদের কোন্ মালখানা আছে। তবে যদি মহারাজ কোন গুপ্ত মালখানা রাখিয়া গিয়াথাকেন, সে মালখানা বোধ হয় তোমার জিম্মায় রহিয়াছে। তুমি সেই মালখানার এখন কোষাধ্যক্ষ হইয়া বসিবে। সিপাহীগণ বেতন চাহিলেই আমি তাহাদিগকে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব।"

"আমাকে আর কোষাধ্যক্ষ করিতে হইবে না। তোমার কোষাধ্যক্ষ ত একজন রহিয়াছে।"

"কোথায় সে কোষাধ্যক্ষ? কে সে কোষাধ্যক্ষ?"

যুবতী এখন বিশেষ গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণকরিয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি এখনও মনে করিতেছ যে আমি সত্য সত্যই তোমাকে ঠাট্টা করিয়াছি। কিন্তু আমি তোমাকে কখনও পরিহাস করি নাই। আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে, এ পরিহাসের সময় নহে। পরমেশ্বর তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান

করিয়াছেন। তোমার এই প্রতিভা পরিপূর্ণ মুখখানিই তোমার অক্ষয় মান-পত্র; আর তোমার রসনাই ইহার উপযোগী ঘোষয়িত্রী। তোমার মুখবিনিসৃত বাক্যাবলি অতি অসভ্য পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত করিতে পারে। আমি শত শত ঘটনা উপলক্ষে দেখিয়াছি, তুমি দণ্ডায়মান হইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলে তোমার এই প্রতিভাপূর্ণ মুখখানি এবং তোমার মুখবিনির্গত বাক্যগুলি মানুষকে তোমার পদানত করে; বেতনভোগী চাকর অপেক্ষাও শতগুণে অনুগত করে। অনেক সময় আমার মনে হয় ভগবান নিশ্চয়ই তোমাকে জগৎ শাসন করিবার জন্য এ সংসার ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু জানিনা কি মহাপাপে তোমাকে রাজমুকুটে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। বাল্যকালে পিতার নিকট অনেক মহাকাব্য এবং সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছি। অহল্যাবাই প্রভৃতি অনেকানেক মহিষীদের গুণের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু তোমার ন্যায় রমণী আমি কোন পুস্তকের মধ্যেই দেখিতে পাই নাই। হয় ত যে পাপে তোমাকে রাজমুকুট হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে সেই পাপের ফল শেষ হইলেই তুমি আপন সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে।"

যুবতী এই পর্য্যন্ত বলিয়া নির্ব্বাক হইলেন। বোধ হইল যেন তাঁহার আর কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই হৃদয়াবেগে কণ্ঠাবরোধ হইল; আর কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার সেই বিশাল নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল।

যুবতীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া বয়োধিকা রমণীর চক্ষু হইতেও বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল।

কিছুকাল পর্য্যন্ত ইঁহারা উভয়েই নির্ব্বাক রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে যুবতী বলিলেন—"দেশের সমুদয় লোকই যদি ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়া থাকে, তবে ইংরাজগণ এবার নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। দেশের কোটি কোটি লোক একত্র হইলে কি আর এই জন কয়েক ইংরাজকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না?"

"লোক সংখ্যার আধিক্যদ্বারা কিছু আসে যায় না।"

"তবে কি ইংরাজদিগের অস্ত্রশিক্ষা এতই উৎকৃষ্ট যে, অস্ত্রবলে তাহারা দশজনে লক্ষ লক্ষ লোককে পরাজয় করিতে পারে? তুমি কি তাহাদিগের অস্ত্রকে এতই ভয় কর?"

"আমি ত এখনই বলিয়াছি ভয়, ত্রাস এ সকল আমার মনে কখনও

জয় লাভ হয় না। আর ইংরাজদিগের উৎকৃষ্ট অস্ত্রশিক্ষা দ্বারাও তাহারা রাজ্য দখল করিতে পারিবে না।

"যদি লোকসংখ্যার আধিক্য দ্বারা কিছু না হয়, যদি উৎকৃষ্ট অস্ত্রশিক্ষা দ্বারাও উহারা কিছু করিতে না পারে, তবে তাহাদিগকে সহজেই পরাভব করিতে পারিবে। তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।"

"পরাজয় হইবার বিলক্ষণ কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যে সকল সিপাহী দেখিতেছ, ইহাদিগের মধ্যে একজন লোকও প্রকৃত সৈনিকপুরুষ নহে। ইহারা আঁটসাঁট দেখিলেই প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। ইংরাজদিগের অধীনে থাকিয়া ইহারা কেবল অরক্ষিত নগর একপ লুণ্ঠন করিতে শিখিয়াছে। কোন একটী অরক্ষিত নগর আক্রমণ করিলে ইহারা কেবল অর্থাপহরণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করে। তৎপর সেই লুণ্ঠিত অর্থ কোথায় রাখিবে, কিরূপে রক্ষা করিবে, তাহারই উপায় দেখে। প্রকৃত যোদ্ধাদিগের প্রকৃতি এইরূপ নহে। প্রকৃত সৈনিকপুরুষেরা মৃত্যুকে কখনও ভয় করেন না। অর্থলোভেও তাঁহাদিগকে কখনও কর্ত্তব্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট করাইতে পারে না।

বয়োধিকা রমণীর বাক্যাবসানে যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে এখন কি করিবে?"

"এই বিষয়েই বাবার সঙ্গে আজ সমস্তদিন বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলাম। কিন্তু কর্ত্তব্য এখনও কিছু অবধারণ করিতে পারি নাই। আহম্মদ হোসেনকে সংবাদ পাঠাইয়াছি যে, যাহা হয় দশ বার দিবসের পর বলিব।"

"নগরে সিপাহীদিগের এবং জনসাধারণের যেরূপ ভাব পরিলক্ষিত দেখা যায়, তাহাতে এই বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নহে। যাহা করিতে হয় সত্বরেই কর।"

"বাবাও তাহাই বলিলেন; কিন্তু এই সময় যোগিরাজ এখানে থাকিলে তাঁহার উপদেশানুসারেই কার্য্য করিতাম। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী পুরুষ বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। তাঁহার কথা শুনিলে বোধ হয়, যেন তিনি জ্ঞানবলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমুদয় স্বচক্ষে দেখিতেছেন। তিনি সত্য সত্যই নিষ্কাম যোগী। এ সংসারে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই। কোন প্রকার লাভালাভের চিন্তা নাই। জগতে ন্যায়ানুগত আচরণ সংস্থাপন করাই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজেরা যখন এই রাজ্য অপহরণ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি আপনা হইতে গোপনে এদেশের

এবং বিলাতের খবরের কাগজে কত কিছু আমাদের পক্ষে লিখিলেন। আমার পক্ষ হইয়া এত যে কে লিখিল, তাহা আমি তখন জানিতেও পারিনাই না। কিন্তু শেষে জানিতে পারিয়া যখন বাবা তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করিলেন, তখন তিনি ঘৃণার সহিত এদেশ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে বাবা অনেক স্তব স্তুতি করিয়া কিছুকাল তাঁহাকে এখানে রাখিলেন। এখন যে তিনি কোথায় আছেন তাহা কিছুই জানি না। তাঁহার বয়স অধিক না হইলেও তিনি জ্ঞানেতে প্রবীণ। আমি সত্য সত্যই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করি।"

বয়োধিকা রমণী যোগিরাজের বিষয় এই প্রকার বলিবার সময় তাঁহার সম্মুখস্থিতা যুবতী অতি কষ্টে অশ্রুসম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তিনি অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সঙ্গিনীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার মানসিক কষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে বয়োধিকা রমণী আবার ঈষৎ হাস্যকরিয়া বলিলেন,—"সত্য সত্যই কি যোগিরাজকে তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল ?"

যুবতী অধোমুখে রহিলেন। কোনপ্রত্যুত্তর করিলেন না।

বয়োধিকা রমণী আবার বলিলে, "তবে বোধহয় তোমার আশায় বঞ্চিত হইয়াই যোগিরাজ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

এবার আর যুবতী নির্বাক থাকিতে পারিলেন না। তিনি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"কখনও না—কখনও না। তিনি কৌমার ব্রতাবলম্বী ব্রহ্মচারী।"

বয়োধিকা রমণী আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন "তবে তুমিই তাঁহার জন্য পাগল হইয়াছ। তিনি তোমার জন্য পাগল নহেন।"

যুবতী সঙ্গিনীর এই প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু বয়োধিকা রমণী দেখিলেন যে শুদ্ধ কেবল পরিহাস করিয়া সঙ্গিনীর উপস্থিত মর্ম্মবেদনা দূর করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি ভাবান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

"আমি তোমার সপত্নী হইলেও চিরকাল তোমাকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেছি। তোমাকে কখনও কোনপ্রকার সুখভোগে বঞ্চিত করি নাই। তোমার সুখ পরিবর্দ্ধনার্থে আমি নিজের সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। স্বয়ং মহারাজকে তোমায় দান করিয়াছিলাম। আমার নিকট মনের ভাব গোপন করিবে ?"

যুবতী কিছুকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। তিনি বয়োধিকার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা বলিবার সাধ্য নাই।

বয়োধিকা রমণী আবার বলিলেন,—"আমার নিকট মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিবে না ?"

যুবতী ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"তোমার নিকট কখনও মনের ভাব গোপন করি না।"

"গোপন কর বই কি ?"

"কি গোপন করিয়াছি ?"

এই যোগিরাজের কথাই গোপন করিতেছ।"

"যোগিরাজের কি কথা গোপন করিয়াছি ?"

"সকল কথাই গোপন করিয়াছ। তাঁহার জন্ত তুমি এত ব্যাকুল কেন ?

তাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ভালবাসি, ভক্তিকরি, তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনিলে মনে অত্যন্ত আনন্দ হয়। বিশেষতঃ তিনি এখানে আসিলেই তাঁহার নিকট হয় ত পিতার সংবাদ পাইব।"

বয়োধিকা রমণী এখন সঙ্গিনীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থমনা দেখিয়া আবার পরিহাস করিয়া বলিলেন,—"তাঁহাকে তোমার বিবাহ করিতেও ইচ্ছা হয়।"

"না—কখনও না।—কিন্তু—"

কিন্তু বলিয়াই যুবতী আর কিছু বলিলেন না। বয়োধিকা রমণী এখন বিপক্ষের দুর্গে প্রবেশ করিবার পথ পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন "কিন্তু কি ? কিন্তু বলিয়া চুপ করিলে কেন ? এখন ধরা পড়িয়াছ। মনের কথা এখন সব ভেঙ্গে বল না।"

"কিন্তু সময়ে সময়ে ইচ্ছা হয় তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ন্যায় নানাদেশ পর্য্যটন করি।"

"যোগিনী সেজে ?"

"যে সাজেই হউক।"

"পরে তিনি যদি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহেন। তবে বিবাহ করিবে ?"

"তিনি কৌমার ব্রতাবলম্বী ব্রহ্মচারী। কখনও বিবাহ করিবেন না।

"মহর্ষিদিগেরও মতিভ্রম হয়। তিনি যুবাপুরুষ। মনে কর, যদি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। তিনি যদি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে বিবাহ করিতে পার ?"

"এইরূপ প্রশ্ন কখনও আমার মনে উদয় হয় নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তিনি কখনও দার-পরিগ্রহ করিবেন না। সুতরাং এ বিষয় আমি কখন চিন্তাও করি নাই।"

"তাঁহার প্রতি কিরূপে তোমার এত অনুরাগের সঞ্চার হইল ?"

"সে অনেক কথা। সময়ান্তরে বলিব।"

"সময়ান্তরে কেন ? এখনই বল না।"

বয়োধিকা রমণী এই কথা বলিবামাত্র একজন পরিচারিকা ছাদের উপর আসিয়া বলিল,"মহারাণীর সঙ্গে তাঁহার পিতা এখনই সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তিনি বিতল গৃহে অপেক্ষা করিতেছেন।"

বয়োধিকা রমণী এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যুবতীকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতল গৃহে চলিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বীরাঙ্গনা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের বর্ণিত রমণীদ্বয়ের কথোপোকথন শ্রবণ করিয়া পাঠকগণ সহজেই ইঁহাদিগকে চিনিতে পারিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বয়োধিকা রমণী ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই। দ্বিতীয়া রমণীর প্রকৃত নাম সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। সিপাহীযুদ্ধের ইংরাজইতিহাসলেখকগণ ইঁহাকে রাজা গঙ্গাধররাওর উপপত্নী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইংরাজদিগের দেশে বহুবিবাহ রূপ কুপ্রথা প্রচলিত নাই, সুতরাং এদেশীয় রাজগণের প্রধান পত্নী ভিন্ন তাঁহাদিগের অন্যান্য পত্নীদিগকে ইংরাজগণ উপপত্নী বলিয়া মনে করিলে তজ্জন্য আমরা ইংরাজদিগকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু এই যুবতী রাজা গঙ্গাধররাওর উপপত্নী নহেন। ইনিও রাজার বিবাহিতা স্ত্রী,লক্ষ্মীবাইর সপত্নী। ঝান্সীর শেষরাজা গঙ্গাধররাও ইঁহাকে আপন নামানুসারে গঙ্গাবাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমরা তজ্জন্য গঙ্গাবাই নামেই ইঁহাকে পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

রাণী লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই উভয়েই দ্বিতলগৃহে আসিয়া লক্ষ্মীবাইর পিতা বৃদ্ধ রাওসাহেবকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধ বিশেষ ব্যস্ত হইয়া কন্যাকে সম্বোধন

পূর্ব্বক বলিলেন—"মা! তোমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় ইহারা দশ বার দিন বিলম্ব করিবে না। ইংরাজদিগের রেজিমেণ্টের রিসেলদার কালেখাঁ আজই ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ করিতেছে। সমুদয় মুসলমানসিপাহী কালেখাঁর পরামর্শে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুসিপাহীগণ এপর্য্যন্ত কেবল তোমার মুখাপেক্ষা করিয়া আছিল। কিন্তু হাবিলদার জঙ্গবন্ধ এখন কালেখাঁ এবং আহম্মদ হুসেন প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিয়াছে। ইহারা বোধ হয় আজ রাত্রেই নগরের বাহিরে অবস্থিত ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবে। তোমার যদি সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে এখনই আমাকে কেল্লায় যাইয়া স্কিন সাহেবকে এই সকল বিষয় অবগত করিতে হইবে। বিশেষতঃ বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ কিছু সৈন্যসংগ্রহ এখন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

লক্ষ্মীবাই পিতার কথা শ্রবণ করিয়া কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাবাইও তাঁহার পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিছুকাল পরে তিনি পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—"কোন পক্ষাবলম্বন না করিয়া কি নিরুদ্বেগে রাজপ্রাসাদে থাকিবার উপায় নাই?"

"কখনও সম্ভবপর নহে। তুমি বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন না করিলে তাহারা ইংরাজদিগের প্রাণবিনাশের পরেই রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবে।"

"সিপাহীদিগের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবার ত কোন কারণ দেখি না। আমরা ত আর তাহাদিগের নিকট কোন অপরাধ করি নাই?"

"তাহারা একজন নেতা চাহে। তাহারা ঝান্সীর রাজপরিবারের অন্য এক জনকে রাজসিংহাসন প্রদানপূর্ব্বক ইংরাজদিগকে একেবারে দেশবহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে। এখন হয় ইংরাজদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ঝান্সী হইতে পলায়নপূর্ব্বক ইংরাজরাজ্যের কোন নিরাপদস্থানে চলিয়া যাও, না হয়, বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ সৈন্য সংগ্রহ কর।"

পিতার বাক্যাবসানে লক্ষ্মীবাই একটু উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল, এখন এ রাজপ্রাসাদপর্য্যন্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজরাজ্যের কোন প্রদেশে যাইয়া ইংরাজদিগের প্রজা হইয়া থাকিব? আমার রাজ্য গিয়াছে। আমার ধনসম্পত্তি গিয়াছে। কিন্তু তথাচ এই প্রাসাদের প্রাচীরের ভিতরে আমি রাণী। বরং বিদ্রোহী সৈন্যদিগের অস্ত্রাঘাতে প্রা-

বিনাশ হউক ; তথাচ আমি রাজপ্রাসাদ হইতে পলায়নের কলঙ্ক সহ্যকরিতে পারিব না।"

"তুমি ইংরাজদিগের সঙ্গে একত্রে পলায়ন না করিলেও, তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন না করিয়া এখানে থাকিতে পারিবে না।

"ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি কোন পক্ষই অবলম্বন করিব না।"

"ইংরাজদিগের এই বিপদের সময় তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন না করিলে তাহারা তোমাকে শত্রু বলিয়া মনেকরিবেন।"

"তাহারা আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিলেও আমি এই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য ইংরাজ শূকরের পক্ষাবলম্বন কখনও করিব না।" এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মীবাই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—

—"কি অপরাধে ইহারা আমার রাজ্য হরণ করিল ? আমি ইহাদিগের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম ? আমি নারী—আমি রাজ্যশাসনে অসমর্থা—শুদ্ধ কেবল এই ছলনায় ত সন্ধিপত্রের নিয়মভঙ্গ করিয়া আমার রাজ্যহরণ-করিল। স্বীকারকরিলাম আমি নারী—আমি রাজ্যশাসনে অসমর্থা—কিন্তু ইংরাজেরা ঝান্সীর রাজপদ বজায়রাখিয়া মহারাজের পোষ্যপুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত, রাজ্যশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণকরিলেই ত হইত। দূর হউক সে রাজপদ। কি বিচারে ইহারা আমার এবং আমার সপত্নীদিগের গাত্রাভরণ পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিল ? তুচ্ছ সে স্বর্ণাভরণ, তাহাও আমি লোষ্ট্রবৎ মনে করি। কিন্তু মহারাজের সমুদয় রাজ্যাধিকার এবং সম্পত্তি হরণ করিল, অথচ তাঁহার যে যৎসামান্য ঋণছিল তাহা পরিশোধকরিতে অসম্মত হইল। এখন সেই ঋণ আবার আমাকে পরিশোধ করিতে বলে। কি উপায় অবলম্বনকরিয়া আমি মহারাজের ঋণ পরিশোধ করিব ? শাস্ত্রে লিখিত আছে মৃতের ঋণ পরিশোধ না হইলে তাঁহার স্বর্গলাভ হয় না। এই কথা মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণহয়। তিনবৎসর হইল মহারাজের মৃত্যু হইয়াছে। আজপর্য্যন্তও তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইল না। আজপর্য্যন্তও তাঁহার স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল না। এই শূকরদিগের—এই প্রবঞ্চকদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে আপনি বলেন ? আমি তাহা কখনও করিব না— কখনও না। আর এই বিদ্রোহী সিপাহীগণই বা আমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে, আমি তাহাদিগের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিব ?"

"মা, তুমি বুদ্ধিমতী হইয়াও শোক দুঃখের সময় সকল কথা ভুলিয়া যাও।

ইংরাজদিগের আইন কানুন অতি কৌশলপরিপূর্ণ। এখন বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন না করিলে অন্ততঃ পরতঃ তোমাকে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিতেই হইবে। বিদ্রোহীগণ যে তোমাকে তাহাদিগের নেতা করিতে চাহে,তাহা এখনই ইংরাজদিগের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। নতুবা ইংরাজেরা তোমাকেও বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করিবেন।"

"আমি এতদূর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিতে পারিব না। বিশ্বাস করিয়া আহম্মদহোসেন যখন এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন একথা প্রকাশ করিলে এখনই ইংরাজেরা তাহাকে ফাঁসি দিবে এবং এই নরহত্যার পাপ আমাকে আশ্রয়করিবে। আমার সঙ্গে আহম্মদহোসেন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া, আমি কখনও বিশ্বাসঘাতিনী হইব না।"

কিন্তু ইংরাজদিগের নিকট এই সকল কথা প্রকাশ না করিলে, তাঁহারা যে তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন—তাঁহারা যে তোমাকে বিশ্বাস-ঘাতিনী বলিবেন। তুমি এখন তাহাদিগের নিকট হইতে বৃত্তি (pension) পাইতেছ। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে কেহ চক্রান্ত করিলে মিত্রতার অনুরোধে তাহা অবশ্যই তোমাকে তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে।"

"ইংরাজ-খুকর এক আশ্চর্য্য পদার্থ। আমার উপর তাহারা ঘোর অত্যাচার করিবে, কিন্তু আমাকে তাহাদিগের প্রতি অকৃত্রিম বন্ধুতা প্রকাশ করিতে হইবে। জগতে কি ইহা কখনও সম্ভবপর? বাধ্য হইয়া ইহাদিগের সঙ্গে লোককে কপটাচরণ করিতে হয়। কিন্তু আমি কি সেই যৎসামান্য বৃত্তির জন্য এই কপটাচরণ করিব? এই নীচাশয় ইংরাজজাতির প্রতি আমার অত্যন্ত ঘৃণা রহিয়াছে। কিরূপে আমি ইহাদিগের সঙ্গে মুখে অকৃত্রিম বন্ধুত্বতার ভাব প্রকাশ করিব? যাহা অদৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে। আমি কোন পক্ষাপক্ষই অবলম্বন করিব না।"

লক্ষ্মীবাইর বাক্যাবসানে তাঁহার পিতা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন "মা যদি এই রাজপ্রাসাদে থাকিবে বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে অগত্যা কিছুদিনের নিমিত্ত পাহারাওয়ালা এবং রাজপ্রাসাদরক্ষকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে, এবং অল্প সংখ্যক সৈন্যও নিযুক্ত করিতে হইবে।"

"তবে তাহাই করুন।"

"কিন্তু নূতন সৈন্য নিয়োগকরিতে হইলে কমিসনার স্কিন সাহেবের অনুমতি ভিন্ন নিয়োগ করিতে পারিবে না।"

"আর পত্রাপত্র লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখানে যে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে তাহাও আমাদের প্রকাশ করিবার কোন আবশ্যক নাই। লক্ষ্মণরাওকে কল্য প্রাতে কমিশনারের নিকট প্রেরণ করুন। কমিশনারের নিকট সে কেবল এই কথা বলিবে যে, দেশের চতুর্দ্দিকেই বিদ্রোহী সিপাহী উপদ্রব করিতেছে। এই সময় রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।"

"আহ্মদহোসেনকে কি বলিয়া বিদায় করিব?"

"তাঁহাকে বলিবেন যে দশ বার দিনের পূর্ব্বে আমরা কিছুই বলিতে পারি না। এ অতি গুরুতর কার্য্য, বিশেষ চিন্তা না করিয়া হঠাৎ কোন উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না।"

ইহার পর রাওসাহেব কন্যার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মীবাই স্বীয় সপত্নীকে সঙ্গে করিয়া শয়ন প্রকোষ্ঠে চলিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত কথোপকথনে ইহাদিগের উভয়ের মন উত্তেজিত হইয়াছিল। সহজে আর ইহাদিগের নিদ্রা হইল না। মনের উত্তেজিত অবস্থায় সংসারের সর্ব্বচিন্তানাশিনী নিদ্রা শয়নপ্রকোষ্ঠ হইতে পলায়ন করেন। লক্ষ্মীবাই এবং গঙ্গাবাই শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক আবার কথা বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রণক্ষেত্রের সঙ্গিনী।

গঙ্গাবাই বলিলেন—"বিদ্রোহীদিগকে এখন স্পষ্ট জবাব দিবার প্রয়োজন নাই। অবস্থানুসারে তুমি ভাল পথই অবলম্বন করিয়াছ।"

"আমরা এখন কোন পক্ষাপক্ষই অবলম্বন করিব না। দেখা যাউক কি অবস্থা দাঁড়ায়। ভগবানের হস্তে সমুদয় সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব।"

গঙ্গাবাই আবার বলিলেন,—"যদি সত্য সত্যই ইংরাজেরা এই দেশ হইতে তাড়িত হয়, তবে তুমি আপন রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবে না?"

"ইংরাজেরা দেশ বহিষ্কৃত হইলে আমার রাজ্য আমারই হইবে। তখন আমার রাজ্য আর কে নিতে পারে? প্রজাগণ ত এখনও আমার জন্য কাঁদে।"

"ইংরাজেরা তাড়িতহইলে প্রজাগণ যে তোমার বাধ্যহইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। আমি ত তখনই তোমাকে বলিয়াছি। কিন্তু তুমি মনেকরিলে আমি তোমাকে ঠাট্টা করি। তোমার যে মালখানা রহিয়াছে—আর যেরূপ তোমার কোষাধ্যক্ষ—এ মালখানার দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও লোক ইহাদ্বারা আকৃষ্ট হয়।"

"আবার বুঝি তোমার ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ হইল।"

"আমি কথা বলিলেই তুমি ঠাট্টা পরিহাসবলিয়া মনেকর কেন? আমি ত প্রত্যহই দেখিতে পাই—দাস, দাসী, আমলা, কর্মচারী, তোমার নিকট যে কেহ আসে, সকলেই তোমার পদানত হইয়া পড়ে। কোন ইংরাজ তোমার নিকট কথা বলিতে আসিলে অধিকক্ষণ তোমারসঙ্গে তর্ক করিতে পারে না, সঙ্কুচিত হইয়া তোমার মতেই মত দিয়া চলিয়া যায়। মহারাজের মৃত্যুর পর, মেজর ম্যাল্কম্ যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল তখন ঠিক সিংহের সম্মুখে শশক যদ্রূপ সঙ্কুচিত হয় ম্যাল্কমের সেই অবস্থা হইয়াছিল। আহম্মদহোসেন যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক সেও তোমার নিকট আসিলে তাহার চক্ষের জল পড়িতে থাকে। তোমার মুখ দেখিলে লোক যে কেবল ভীত হয়, তাহা নহে। তোমার মুখখানি তাহাদিগের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আকর্ষণ করে। ইহাতেই আমার কখনও কখনও মনে হয় তুমি আবার ঝান্সীর রাজপদ লাভ করিবে। ইংরাজরাজত্ব হয় ত এবার বিনষ্ট হইতে পারে। সিন্ধিয়ার সর-দারের কার্য্য পরিত্যাগের পর, বাবা সর্ব্বদাই বলিতেন, "রাজগণ নিজ নিজ পাপেই রাজ্য হারাইতেছেন। কেহ কাহাকে রাজ্য দিতেও পারে না—আর কেহ কাহার রাজ্য হরণকরিতেও পারে না" এতদিনে হয় ত ইংরাজদিগের পাপ পূর্ণ হইয়া থাকিবে।"

লক্ষ্মীবাই বলিলেন "ইংরাজদিগের পাপ পূর্ণ হইলেও আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমি কখনও এই রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারিব। আর আমি এখন রাজ্যভোগসুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করি। পতিহীনা কি কখনও সুখভোগের অধিকারিণী হয়? পতির সঙ্গে একত্রে বৃক্ষতলে বাসকরিলেও সুখী হইতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহার অভাবে এরাজ্য আমার হইলেও আমি সুখী হইতে পারি না।"

"তবে সময় সময় রাজ্য উদ্ধারের কথা বল কেন?"

"নিজে রাজ্যভোগ করিব বলিয়া আমি রাজ্য উদ্ধার করিতে চাহি না।

আমি মনে করি যে আমার দোষেই এই রাজ্য নষ্ট হইয়াছে, আমার দোষেই আমার শ্বশুরের নাম লোপ হইল।"

"তোমার দোষে কিরূপে রাজ্যনষ্ট হইল ?"

"আমার নিজের দোষ না হইলেও আমার অদৃষ্টের দোষেই এরাজ্য গেল।"

তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার অদৃষ্টের দোষেই বা কিরূপে রাজ্য নষ্ট হইল।

সপত্নীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে লক্ষ্মীবাই বলিতে লাগিলেন—"আমার অদৃষ্টের দোষ নহে ? আমার গর্ভে যদি মহারাজের একটী পুত্র জন্মিত, তবে এরাজ্য অপহরণার্থ ইংরাজেরা ঈদৃশ কৌশল অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইত না। আমি বন্ধ্যা, বন্ধ্যা রমণীগণ সত্য সত্যই হতভাগিনী। তাহারা স্বামীর পিতৃকুল বিনাশিনী। আমিই আমার শ্বশুরের কুললোপের একমাত্র কারণ।"

তুমি বন্ধ্যা, না মহারাজই বন্ধ্যা-পুরুষ ছিলেন ; তাহা কি কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ ?"

"আবার তোমার সেই ঠাট্টা পরিহাস আরম্ভ হইল। তুমি এখন তোমার শয়নাগারে চলিয়া যাও। আমি তোমার আর কোন কথা শুনিতে চাই না।"

"এও কি ঠাট্টার কথা হইল ? তুমি অনর্থক আপনার অদৃষ্টকে দোষ দিতেছ ; আমার বোধ হয়, তুমি বন্ধ্যা নও। মহারাজেরই কোনপ্রকার রোগছিল। তাহাতেই তাঁহার সন্তান হইল না।"

লক্ষ্মীবাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"মহারাজের কি রোগ ছিল ?"

"তাঁহার রুগ্ন শরীর না হইলে আমরা কি পাঁচ ছয়জন স্ত্রীলোক সকলেই বন্ধ্যা ছিলাম। সিন্ধিয়ার পোষ্যপুত্র রাখিবার গোলযোগের সময় বাবা সর্ব্বদাই বলিতেন যে, বহুবিবাহনিবন্ধনই এই রাজাদিগের সন্তান উৎপাদনশক্তি নষ্ট হয়। তিনি বলিতেন, ইন্দ্রিয়াসক্ত লোক-মাত্রেরই সন্তান উৎপাদন-শক্তি থাকে না।"

"তবে তোমার বাবা মহারাজের নিকট তোমাকে বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন কেন ?"

"আমার বাবা কি আমাকে মহারাজের নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন ?

গঙ্গাবাই এই কথা বলিয়াই চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখকমল বিমর্ষের ছায়ায় সমাবৃত হইল। বোধ হইল যেন মনোমধ্যে কোন কষ্টদায়ক ঘটনার স্মৃতি হঠাৎ সমুদিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী বাইয়ের তখন আবার সেই যোগিরাজের কথা স্মরণ হইল। তিনি ...ক্ষ হইতে সন্দেহ করিতেন যে, হয় ত মহারাজের সঙ্গে গঙ্গাবাইর বিবাহের ...র্বে যোগিরাজের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু সরলভাবে ...জ্ঞাসা করিলে গঙ্গাবাই লজ্জায় সকল কথা বলিবে না। অতএব কৌশলে ...াহার মনের সকল কথা বাহির করিবার অভিসন্ধি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ...াগিলেন—

"মহারাজের মৃত্যুর পর যখন ইংরাজেরা এই রাজ্য হরণ করিতে উদ্যত ...ইল, তখন যোগিরাজ একদিন আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন, ...র আক্ষেপ করিলে কি হইবে, রাজার পাপেই রাজ্যনষ্ট হয়, কেহ কাহারও ...াজ্য হরণ করিতে পারে না। মহারাজ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যে, ...াঁহার রাজ্য নষ্ট হইল?"

গঙ্গাবাইর বয়স অল্প হইলেও তিনি লক্ষ্মীবাই অপেক্ষা অধিকতর সুচতুরা, ...ুতরাং যোগিরাজের কথা পরিহার করিবার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন;—

...বাবাও সর্ব্বদাই তাহাই বলিতেন। আমার বোধ হয়, ইংরাজদিগের পাপও ...ূর্ণ হইয়া থাকিবে। বিদ্রোহী-সৈন্যগণ জয়লাভ করিতেও পারে। তুমি ...েন ইহাদিগের সঙ্গেই যোগপ্রদান কর।"

"বিদ্রোহীগণের আচরণ না দেখিয়া, আমি কখনও তাহাদিগের সঙ্গে যোগ ...িব না। তাহারা যদি সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, আমি তাহাদিগের সঙ্গে ...োগ দিব। কিন্তু দস্যুর ন্যায় যদি কেবল তাহারা অসহায় অবস্থায় দুই একটী ...ংরেজের প্রাণবধ করে, আর সম্মুখ-সংগ্রামের সময় উপস্থিত হইলেই পলায়ন ...রে, তবে ইহাদিগের সঙ্গে যোগ দিলে আমাদের কোনও লাভ নাই; শুধু ...েবল একদল দস্যুর ন্যায় ইহাদিগের সঙ্গে স্থানে স্থানে বিচরণ করিতে ...ইবে। এইরূপ দস্যুর সঙ্গে যোগ দিয়া কি রাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব?"

"ইহাদিগের একজন নেতা নাই। সম্মুখ-সংগ্রামে ইহাদিগকে কে পরি-...ালন করিবে?"

লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত বীরদর্পে বলিয়া উঠিলেন,—"কেন সম্মুখসংগ্রামের জন্য ...াহারা প্রস্তুত হইলে, আমি নিজে সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া ইহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে ...রিচালন করিতে পারি। কিন্তু ইহারা কি তাহা করিবে?"

গঙ্গাবাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—নিজেই সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে পারিবে? ...্ত্রীলোকের পক্ষে কি এ অতি দুষ্করকার্য্য নহে?"

"তুমি প্রেমিকা বলিয়াছ, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু তুমি কি মনে কর, তুমি সংগ্রামে প্রবেশ করিলে আমি তোমার সঙ্গিনী হইব না? আমি মৃত্যুকে ভয় করি? আমি বিপদকে ভয় করি? আমি ইংরাজের কামানকে ভয় করি?

"সংগ্রামেও তুমি আমার সঙ্গিনী হইবে?"

"সংগ্রামেও তোমার সঙ্গিনী হইব—এ যে কেবল আজ বলিতেছি, তাহা নহে। মহারাজের মৃত্যুর পর যখন তুমি স্বয়ং যুদ্ধ করিবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তুমি কখনও সশস্ত্রে সংগ্রামে প্রবেশ করিলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গিনী হইব। নিশ্চয় জানিবে আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, রণক্ষেত্রেও তোমার সঙ্গিনী হইব। সমরে তোমার সঙ্গিনী হইতে যদি পরাঙ্মুখ হই, তবে আমি নরোত্তম রাওকশ্যপের কন্যা নহি।"

মন্দাবেবীর কথা বলিবার সময় লক্ষ্মীবাই তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কথা সমাপ্ত হইবামাত্র অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, "এই ক্ষীণ দেহের মধ্যে যে এতবীর্য্য—এত বীরহৃদয়ভাব রহিয়াছে, তাহা ত আমি কখনও মনে করি নাই। তুমি রণক্ষেত্রে আমার সঙ্গিনী হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ?"

মন্দাবাই কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। তিনি চলিয়া যাইবেন বলিয়া একবার উঠিয়াছিলেন। এখন আবার বসিলেন। লক্ষ্মীবাইও বসিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষুঃ হইতে অশ্রুবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। নারীহৃদয় যতই বীরত্বের আধার হউক না, নারীরা কখনও নারীপ্রকৃতি বিসর্জন করিতে পারেন না। লক্ষ্মীবাই বীরাঙ্গনা হইলেও নারী-প্রকৃতি-সুলভ দয়া, মায়া, স্নেহে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"যদি কখনও আমাকে এ জীবনে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়—আর তুমি তখন আমার সঙ্গিনী হও,—তবে পরমেশ্বর করুন, আমাকে যেন অগ্রে ধরাশায়ী হইতে হয়। এই অলৌকিক রূপলাবণ্য, এই ক্ষীণ শরীর—এই [illegible] পরিপূর্ণ হাসিভরা মুখ—ধরাশায়ী হইতে দেখিলে তখন নিশ্চয়ই আমার মন নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে; আমার হস্তস্থিত অস্ত্র স্খলিত হইবে। তুমি কি বুঝিতে পার না—তুমি আমার সখী হইলেও আমি তোমাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করি।"

গঙ্গাবাই এখন কোপসম্বরণ করিয়াছেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তুমি সর্ব্বদাই দর্পকর যে, দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা, সকলই বিসর্জ্জন করিয়াছ। কেবল একমাত্র কর্ত্তব্যের পথই তোমার গন্তব্যপথ হইয়াছে; তবে আমি আগে মরিলে তোমার হাতের অস্ত্র স্খলিত হইবে কেন?"

"দয়া মায়া অনেকটা, বিসর্জ্জন করিয়াছি বই কি!"

"অনেকটা, একেবারে নহে।"

"এ সংসারে বোধ হয় মানুষ দয়া, মায়া, স্নেহ, একেবারে বিসর্জ্জন করিতে পারে না।"

"তবে এখন পথে এস। দিন দিন আমাকে প্রেমিকা বলিয়া ঠাট্টা কর কেন? প্রেমবন্ধন কেহই ছিন্ন করিতে পারে না। তোমাকে যদি কেহ অত্যন্ত ভালবাসে, তবে তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও অজ্ঞাতসারে তোমার হৃদয়স্থিত ভালবাসা তাহার উপর পড়িবেই পড়িবে।"

লক্ষ্মীবাই সখীর নিকট হইতে যোগিরাজ সম্বন্ধীয় সমুদায় গুপ্ত কথা বাহির করিতে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু গঙ্গাবাই সে কথা পরিবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং ইহাদিগের পরস্পরের কথোপকথন বিষয়ান্তরে পরিচালিত হইল। এখন লক্ষ্মীবাই মনে করিলেন যে, একেবারে স্পষ্টরূপে সখীর নিকট সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া, গঙ্গাবাই এখন শয়নাগারে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। লক্ষ্মীবাই আবার তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন এবং এবার স্পষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"তোমার বিবাহের পূর্ব্বে যোগিরাজের সঙ্গে কি কখনও তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

"আমার বিবাহের একবৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার পিতার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।"

"তোমার বিবাহের সময় তোমার পিতা গৃহে ছিলেন না?"

"তিনি তখন গৃহে থাকিলে কখনও মহারাজের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবার সম্ভব ছিল না। এ সকল রাজা রাজড়াদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ঘৃণা।"

"রাজগণকে তিনি ঘৃণা করেন কেন?"

"রাজারা প্রায় সকলেই অসচ্চরিত্র,—ইন্দ্রিয়াসক্ত, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য, ইহাদিগের প্রতি ধার্ম্মিক লোকের স্বভাবতঃ ঘৃণা হয়।"

"তবে তোমার পিতার অজ্ঞাতে তোমার বিবাহ হইয়াছিল?"

"হাঁ।"

"এখন তোমার পিতা কোথায় ?"

"আমার বিবাহের পরই তিনি গৃহধর্ম পরিত্যাগকরিয়া কোথায় যে চলিয়া গিয়াছেন—এখনও জীবিত আছেন কি না, কিছুই জানি না।"

"মহারাজের লোকেরা কি বলপূর্ব্বক তোমাকে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিল ?"

"একপ্রকার বলপূর্ব্বক বই কি। বলপূর্ব্বক না হইলেও কৌশল করিয়া ত আনিয়াছিলেন।"

"আমি ত জানি যে, তোমার আত্মীয় স্বজন এ বিবাহে সম্মত ছিলেন।"

"আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মহারাজের লোকেরা টাকা দিয়া বাধ্য করিয়াছিলেন। [illegible] দুশ্চরিত্র ছিল। পিতা তাহাকে পূর্ব্বেই গৃহবহিষ্কৃতকরিয়া দিয়াছিলেন। সেই হতভাগাই এই বিবাহের মূল।"

"মহারাজের সঙ্গে বিবাহে তোমার নিজের ইচ্ছা ছিল না ?"

"আমার তখন মাত্র চৌদ্দ পনের বৎসর বয়স ছিল। বিবাহ যে কি, তাহা [illegible] জানিতামও না, আমি সর্ব্বদাই তখন পুস্তক লইয়া কালযাপন করিতাম। বিবাহের চিন্তা একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।"

"[illegible] কথা! চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের সন্তান হয়। তখনও তোমার বিবাহের চিন্তা মনে হয় নাই ?"

"আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে,তখন পর্য্যন্ত বিবাহ কি, এবং [illegible] লোকে বিবাহকরে, তাহার কিছুই জানিতাম না।"

"[illegible] তুমি এক অদ্ভুত মেয়ে ছিলে। বিবাহ কি তাহা ত আটবৎসরের মেয়ে [illegible]।"

"[illegible] হইতে পারে। তাহাদিগের শিক্ষা অন্যরূপ। কিন্তু আমার পিতা [illegible] হইতেই আমাকে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভকরিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য [illegible] সংস্কৃত পুস্তক অত্যন্ত অশ্লীলতা পরিপূর্ণ। কিন্তু কোন প্রকার [illegible] কিম্বা ভাব আমার চক্ষে না পড়ে, এইজন্য পিতা এক এক খানি পুস্তকের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্ব্বাচনকরিয়া আমাকে পড়িতে দিতেন। [illegible] একখানি পুস্তক আমাকে পড়াইতেন না। আমি একাদশ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] এবং শাকুন্তলা খানি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। প্রাচীন সাহিত্য এবং [illegible] পুস্তক আমার মন আকর্ষণকরিল যে,আমি সেই সকল পুস্তক ভিন্ন

অন্য কোন বিষয়েই মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। এই জন্যই বিবাহ কি, তাহা আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই। চিন্তাও করি নাই।"

"তবে বোধহয় তোমার পিতা রাজা রাজপুতদের নিকট তোমাকে বিবাহ দিবেন বলিয়াই এত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি হয় ত কাশ্মীর রাজা অপেক্ষা একটা বড় রাজার ঘরে তোমাকে বিবাহ দিবেন বলিয়া, মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার ভাই তোমাকে এই ঘরে বিবাহ দিলেন। তাহাতেই তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি সিন্ধিয়ার দরবারে ছিলেন না? বোধ হয় সিন্ধিয়ার সঙ্গে তোমাকে বিবাহ দিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল।"

"তুমি আমার পিতার প্রকৃতি জান না, তাই এইরূপ বলিতেছ। রাজগণকে তিনি কুকুর অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণা করেন। সিন্ধিয়াকে তিনি কখনও মানুষ বলিয়াও মনে করিতেন না। তুমি যেমন ইংরাজদিগের কথা উঠিলেই 'ইংরাজ শূকর' বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা কর, সিন্ধিয়া, হুলকার এবং মলহর রাও গুইকুমারকে তিনি ঠিক তদ্রূপ ঘৃণা করিতেন।"

"সিন্ধিয়াকে তিনি ঘৃণা করিলেও আবার ত তাঁহার সরকারেই বেতন-ভোগী চাকর ছিলেন?"

"মেজর হ্যামে সাহেবের অনুরোধক্রমে তিনি সিন্ধিয়ার সরকারে কার্য্য করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া এবং তাঁহার দরবারের লোকের চরিত্র দেখিয়া তিনি অত্যন্ত তাক্ত বিরক্ত হইলেন। একমাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই, তিনি কার্য্যপরিত্যাগ করিলেন। সিন্ধিয়া তাঁহাকে নিজের দরবারে রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি তখন সিন্ধিয়ার মুখের উপর বলিয়া আসিলেন, "মহারাজ! তোমাদের এ দরবার চোর, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক এবং চক্রান্তকারীদিগের উপযোগী স্থান। আমার এই স্থানে থাকিবার সাধ্য নাই।"

"সিন্ধিয়ার দরবারের কার্য্যপরিত্যাগ করিবার পর তোমার পিতা কোন্ সরকারে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন?"

"তার পর তিনি আর কোন সরকারেই চাকুরি করিতে সম্মত হয়েন নাই। সর্ব্বদাই বাড়ীতে থাকিতেন। আর আমাকে নানা পুস্তক পড়াইতেন। আমার তৎকালের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল। পিতা সর্ব্বদাই আমাকে অনেকানেক ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা পড়াইতেন। কুমারসম্ভব, শকুন্তলা প্রভৃতি পুস্তকের নাম আমি তখন শুনিতেও পাই নাই।"

ভাই এর সঙ্গে তাঁহার অমিল হইয়াছিল। আর এদেশের লোকেরা তোমার পিতাকে পাগল বলিয়া মনে করিত।"

"আমার পিতার সম্বন্ধে মহারাজের অত্যন্ত কুসংস্কার ছিল। আমার পিতার স্বভাব চরিত্র যদি তুমি জানিতে, তবে নিশ্চয়ই তুমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে।"

গঙ্গাবাই এইপর্য্যন্ত বলিয়া আর কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। অকস্মাৎ যেন তাঁহার হৃদয়মধ্যে দ্বিগুণ শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে বালিকার ন্যায় 'বাবা' বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই সপত্নীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে আপন ক্রোড়ের মধ্যে আনিয়া বসাইলেন। হস্তদ্বারা তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে গঙ্গাবাই ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন; এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন।

লক্ষ্মীবাই মনে করিলেন যে, ইহার পিতার সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তিনি গঙ্গাবাইকে এখন শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গঙ্গাবাই প্রথমতঃ নির্ব্বাক হইয়া কিছুকাল বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "আজ আর নিদ্রা হইবে না। তুমি যদি আমার পিতার সকল কথা শুনিতে চাহ, তবে আমি এখনই তোমাকে সে সকল কথা বলিতে পারি। আমার মনে বড় কষ্ট হয় যে, আমার পিতার সম্বন্ধে তোমারও ঐরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার রহিয়াছে।

লক্ষ্মীবাই বলিলেন—"না—না—ও সকল কথা আর তুলিবার প্রয়োজন নাই; তুমি এখন শয়ন কর। মহারাজের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিলাম।

"আজ রাত্রে আর আমার নিদ্রা হইবে না। যে রাত্রে পিতাকে স্মরণ হয়, সে রাত্রে প্রায়ই আমাকে অনিদ্রায় নিশাযাপন করিতে হয়। আমার পিতার বিষয় সকলকথা তোমাকে বলিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তুমি শোন—"

এই বলিয়াই গঙ্গাবাই সপত্নীর নিকট আপন পিতার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

পিতার চরিত্র।

"আমার পিতা অত্যন্ত সদাশয় এবং সরল ছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তিনি মনে মনে যারপর নাই কষ্টানুভব করিতেন। কেহ কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ কিম্বা অত্যাচার করিলে তিনি সেই অত্যাচার নিপীড়িতের সাহায্যার্থ নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কপটাচরণ এবং ভণ্ডামির প্রতি তাঁহার বড়ই ঘৃণা ছিল। এদেশের অর্থলোভী, নীচাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ভণ্ডামি দেখিলেই, তিনি ইহাদিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিতেন। নব্যসম্প্রদায়ের লোকদিগকেও তিনি কপটাচারী বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তিনি বলিতেন, "এদেশের নব্যসম্প্রদায় ইংরাজি শিক্ষানিবন্ধন জাতিভেদ মানে না, পৌত্তলিকতা বিশ্বাস করে না, ফিরিঙ্গি, মুসলমান সকলের সঙ্গেই গোপনে আহার বিহার করে। কিন্তু কাপুরুষতা এবং নৈতিকভীরুতানিবন্ধন সমাজের ভয়ে ঘোর কপটাচরণপূর্ব্বক আবার হিন্দুধর্ম্মের পরিচ্ছদই ধারণ করিতেছে।" নব্যসম্প্রদায়কে তিনি এইরূপ তিরস্কার করিতেন বলিয়া তাহারাও তাঁহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত ছিল। প্রাচীন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে খৃষ্টান বলিতেন। আর নব্য দলের লোকেরা তাঁহাকে পাগল বলিয়া তুচ্ছ করিতেন। বস্তুতঃ, এ পাপ-পরিপূর্ণ-সংসার আমার পিতার ন্যায় সাধু মহাত্মাদিগের বাসোপযোগী স্থান নহে।

"এ দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহার তিনি শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথা তিনি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমার পিতামহী অতি বাল্যকালেই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহার মাতৃবাক্য কখনও লঙ্ঘন করিতেন না। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি আপন জননীর আদেশ পালন করিতে সম্মত হইলেন না। যখন দেখিলেন যে কোন প্রকারেই আমার পিতাকে এই কার্য্যে রত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি পিতার অজ্ঞাতে এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাইলেন। পিতা এই বিবাহের সময় পুনা নগরে ছিলেন। তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। পরে জানিতে পারিয়া শিরে করাঘাত করিয়া আপন জননীকে বলিলেন,

"তুমি আমার মা হইয়া এই সর্ব্বনাশ করিলে, নবম বৎসরে ইহাকে বিবাহ করাইয়াছ। এ বালক অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইবে, কখনও লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পারিবে না।"

"পিতার এই বাক্যটী হাতে হাতে ফলিল। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা যৌবন লাভের পূর্ব্বেই যারপরনাই লম্পট হইয়া পড়িল। পিতা শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে স্কুলে পাঠাইতে পারিতেন না। স্কুলে যাইবার ছলনা করিয়া সে অতি অসচ্চরিত্র লোকদিগের সংসর্গে মিশিয়া অতি ঘৃণিত ও অসৎ স্থানে দিনাতিপাত করিত। যতই তাহার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহার লাম্পট্য দোষও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার স্ত্রীও অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। সে সময় তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। কিন্তু হতভাগ্য আপন স্ত্রীর মুখও দর্শন করিত না। তাহার বয়ঃক্রম তখন দুই তিন বৎসরের অধিক হইবে না। পুত্রের এইরূপ দুশ্চরিত্র দর্শনে আমাদের জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি শোকে ও অপমানে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জননীর মৃত্যুর পর আমার সেই ভ্রাতৃবধূই আমাকে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার মুখে এক দিনের জন্যও হাসি দেখি নাই। স্বামীর কুচরিত্রের জন্য তিনি সর্ব্বদাই মানসিক কষ্টানুভব করিতেন এবং বিমর্ষ থাকিতেন।"

"এদিকে আমার ভ্রাতা দিন দিন নূতন নূতন কুকার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কুকার্য্যের জন্য সর্ব্বদাই অর্থের আবশ্যক হয়। পিতা তাঁহাকে টাকা দিতেন না। কিন্তু সে নানা স্থানে ঋণ করিতে লাগিল। সেই সকল ঋণদাতাগণ বাবার নিকট টাকা চাহিতে লাগিল। বাবা তাহাকে ঋণ দিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে তাহার আর ঋণ করিবার বড় সুযোগ রহিল না। তখন সে চুরি করিতে আরম্ভ করিল। কয়েকদিন পরে আমরা শুনিলাম, পুনার মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। তাহার স্ত্রী এই বিষয় শুনিয়া আত্মহত্যা করিলেন। তাহার স্ত্রীর মৃত্যুতেই আমি এক প্রকার মাতৃহীনা হইলাম। এই সময়ে আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর ছিল। বাবা আর পুনানগরের লোকের নিকট মুখ দেখাইতে সমর্থ হইলেন না; তিনি চেষ্টা করিয়া পুনানগর পরিত্যাগ করিলেন। রাজস্ব বন্দোবস্তের কার্য্যের ভার লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি এবং আমার পিতামহীও বাবার সঙ্গে সঙ্গে পুনা পরিত্যাগ করিলাম।"

"সরকারী কার্য্যাবসানে বাবা একটু অবসর পাইলেই আমাকে নানা পুস্তক

[illegible] ও নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। [illegible] অকপটহৃদয়েই খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক [illegible] ইহারা অনেকগুলি পুস্তক আমাকে পড়াইতে লাগিলেন। কি স্ত্রী, [illegible] কোন লোকের সঙ্গেই আমাকে মিশিতে দিতেন না। কেন যে তখন [illegible] সঙ্গে মিশিতে দিতেন না, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, এখন [illegible] পারিতেছি। আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা [illegible] বিবাহসম্বন্ধীয় নানা প্রকার কথা বলে এবং নানাপ্রকার [illegible] কহে। এইজন্য বাবা আমাকে তাহাদিগের সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তুমি বলিয়াছ আটবৎসরের মেয়েরাও বিবাহ কি, তাহা জানে। ইহা অসম্ভব নহে। বৃদ্ধা এবং যুবতীদিগের সংসর্গে থাকিয়াই তাহারা এই সকল কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়।"

"ইহার পর ক্রমে আমার বয়ঃক্রম প্রায় চৌদ্দ পনের বৎসর হইল। আমাদের আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাবার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "মেয়ের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে? মেয়ের বিবাহ দিবে না?"

"পিতা তাঁহাদিগের এই সকল কথায় প্রায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন না। [illegible] কেহ বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলে, হাসিতে হাসিতে [illegible] "স্বয়ং সীতা আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; রামচন্দ্রের আগমন না হইলে আর বিবাহের সম্ভব নাই।" আত্মীয় স্বজনেরা বলিতেন "রামচন্দ্র কি আপনা হইতে তোমার ঘরে আসিবেন, না রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিতে হইবে।" পিতা বলিতেন মেষ, ছাগল, বিড়াল ইহাদেরই অনুসন্ধান করিতে হয়। রামচন্দ্রের জন্মমাত্রই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইয়া পড়ে, তাঁহাকে আর নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিতে হয় না।"

"আত্মীয় স্বজনেরা পিতার এইরূপ উত্তর শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু আমার পিতামহী সর্ব্বদাই আমার বিবাহের চেষ্টা করিতে পিতাকে অনুরোধ করিতেন। পিতা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিতেন না। তাঁহাকে কেবল বলিতেন "মা তুমি আমার কন্যার [illegible] বিবাহের কথা মুখেও আনিতে পারিবে না। এখন পর্য্যন্ত বিবাহ কি, তাহা সে শিখিতে পারে নাই।"

"আমার বিবাহ সম্বন্ধে আমার পিতার কিরূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা আমি এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আর বিবাহ কি—এবং কি জন্য লোকে বিবাহ করে, তাহাও বুঝিতাম না। বরং আমার কখন কখন মনে হইত

যে বিবাহ বুঝি বড়ই কষ্টের কারণ। আমার এইরূপ সংস্কার হইবার আরও একটি কারণ ছিল। আমার ভ্রাতৃবধূ জীবিত থাকিতে সময় সময় বলিতেন, "পেটের জ্বালায় পিতা বড় লোকের পুত্রের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়া, আমাকে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইত যে, লোক হয় ত অন্নকষ্টে পড়িয়াই তাহাদিগের কন্যাকে বিবাহ দিয়া থাকে নতুবা আপন কন্যাকে অন্যের ঘরে কাজ করিতে দিবে কেন? আমি ভাবিতাম ঘরের কাজ কর্ম্ম করাইবার জন্যই বোধ হয়, লোকে অন্যের ঘরের একটা মেয়েকে বিবাহ করিয়া আপন ঘরে আনিয়া রাখে। আমার পিতামহী যদি কখনও আমার বিবাহের কথা আমার সাক্ষাতে উল্লেখ করিতেন, তবে আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতাম "আমি বাবাকে ছাড়িয়া কাহারও বাড়ী যাব না"। "আমি কখনও বিবাহ করিব না।" "আমি বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।" আমার পিতামহী এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তখন হাসিতে হাসিতে বলিতেন— "মেয়েটা নিতান্ত বোকা—কিছুই বোঝে না।"

"আমার বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর হইলে পর, এক দিন পুনা হইতে আমার বাবার একজন বন্ধু পণ্ডিত স্বরূপনারায়ণ বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমার পিতার সাহায্যেই তিনি কোম্পানীর সরকারে উচ্চপদ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। আমার পিতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি এবং অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। আমাদের পুনা অবস্থান কালে পণ্ডিত স্বরূপনারায়ণ সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং আমাকে ক্রোড়ে করিয়া কত আদর এবং কত স্নেহ করিতেন। এবারও স্বরূপনারায়ণ আমাকে দেখিয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। আমি সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অনেকানেক পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছি শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। আহারান্তে অপরাহ্ণে আমি, আমার পিতা এবং পণ্ডিত স্বরূপনারায়ণ একত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিবার সময়, স্বরূপনারায়ণ আমার পিতার নিকট ইংরাজিতে একটা কথা বলিলেন;—সে কথার অর্থ আমি তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি কাহারও মুখে একটা কথা একবার শুনিলেই তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারি। এখনও সেইরূপ একটা কথা একবার শুনিলেই তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে পারি। স্বরূপ নারায়ণ বলিয়াছিলেন (It is difficult to get a suitable match for her.) আমার পিতা ইংরাজি অতি অল্পই জানিতেন। স্বরূপনারায়ণের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা বলিতে তাঁহার কষ্ট হইত।

বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। যোগিরাজও বাবাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা দুইজনে সর্ব্বদাই বিবিধ শাস্ত্রালাপ এবং ধর্ম্মালোচনায় দিনপাত করিতেন। কিন্তু একটী বিষয় লইয়া ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঘোর তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইত। পিতা সর্ব্বদাই যোগিরাজকে বলিতেন "বাবা, তুমি আবার সংসারধর্ম্ম গ্রহণ কর। এজীবনে তুমি যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, তাহা সমাজ পরিত্যাগ করিলে পালন করিতে পারিবে না।"

"যোগিরাজ বলিলেন, 'পিতঃ, আপনি আমাকে এইরূপ অনুরোধ করিবেন না। এ সংসারে যে আমি আর সুখী হইতে পারিব, তাহার আশা নাই। সুতরাং সংসারে আর কখনও প্রবেশ করিব না।"

মহারাণী আবার গঙ্গাবাইর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"এখন আমি তোমার পিতার মনের ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, বোধ হয়, এই যোগিরাজের সহিত তিনি তোমাকে বিবাহ দিবেন বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।"

"আমারও এখন কখনও কখনও তাহাই মনে হয়। কিন্তু আমার পিতা কিম্বা যোগিরাজ আমার নিকট এই বিষয়ে কখনও একটী কথাও বলেন নাই। যোগিরাজ সর্ব্বদাই আমাকে কনিষ্ঠা সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন।"

মহারাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর যোগিরাজ কোথায় চলিয়া গেলেন?"

"যোগিরাজ আমাদের বাড়ীতে আসিবার ছয় সাত মাস পরে, আমার পিতা এবং তিনি একত্রে পুনানগরে চলিয়া গেলেন। আমি আমার পিতামহীর সঙ্গে বাড়ীতে রহিলাম। এই সময় আমার ভ্রাতা প্রায়ই আমার পিতামহীর নিকট আসিয়া গোপনে গোপনে দিন দিন নানা পরামর্শ করিত। একদিন আমার পিতামহী আমাকে বলিলেন "বাছা আজ রাজবাড়ীতে অনেক সমারোহ হইবে, অনেক স্ত্রীলোক আসিয়াছে। তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে রাজবাড়ী যাইবে?" আমি অসম্মত হইলাম। কিন্তু তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ভাইয়ের সঙ্গে তামাসা দেখিতে যাইবে, তাহাতে ক্ষতি কি? এই বলিয়া, তিনি আমার সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করিতে বলিলেন। আর একটী স্ত্রীলোক আসিয়া আমার চুল বাঁধিয়া দিল। পিতামহীর অনুরোধে ভাইয়ের সঙ্গে তোমাদের এই বাড়ীতে আসিলাম। সেই দিনই মহারাজের সঙ্গে আমার বিবাহ হইল। বিবাহ কি এবং কেন যে লোক বিবাহ করে, তাহা এই নরকসদৃশ রাজ

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পরই জানিতে পারিলাম। সেই হইতেই এ নরকে বাস যাপন করিতেছি। এ নরক মধ্যে যদি কোন শান্তি নিকেতন থাকে তবে সে তোমার সংসর্গ।"

"আমাদের অন্তঃপুর কি তুমি নরক বলিয়া মনে কর? তুমি মহারাজকে ভাল বাসিতে না? মহারাজ ত তোমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।"

"সে সকল কথা আর তুলিবার প্রয়োজন নাই। এ অন্তঃপুরে তুমি ভিন্ন আর আমার ভালবাসার পদার্থ কিছুই নাই। তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি,—তোমার সঙ্গে একত্রে যখন দিনাতিপাত করি—তখনই জীবনে একটু সুখানুভব হয়। তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সকল কার্য্যে তোমারই সঙ্গিনী হইব! তুমি রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাইব।"

"তোমার কথা শুনিয়া আমার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তোমাকে বিবাহ করিবার পর মহারাজ প্রায় সর্ব্বদাই তোমার সংসর্গে দিনাতিপাত করিতেন, মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তোমাকে চক্ষের অন্তরাল করিতেন না। আর তুমি স্বামীর এত আদরিণী হইয়াও সুখানুভব করিতে সমর্থা হইবে না?"

"ভালবাসা কি তাহা মহারাজ কখনও জানিতেন না। তাঁহার সেই নরক সদৃশ কঠিন হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভালবাসা কিম্বা পবিত্রপ্রেম কথাও সম্ভাবিত হইত না। তিনি নিতান্ত কামাসক্ত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কামাসক্ত পুরুষের হৃদয়ে কখনও ভালবাসার সঞ্চার হয় না।"

"তোমার এ কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। কামাসক্ত পুরুষেরাই ত স্ত্রীলোকদিগকে অধিক ভালবাসে।"

"তুমি যে আমার কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি এই সকল বিষয় কখনও চিন্তা কর নাই। তুমি অত্যন্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণা; বিষয় কার্য্যে তোমার বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে। রণকৌশল সম্বন্ধে তুমি সর্ব্বদা চিন্তাকুল, সুতরাং তাহাতে অনেক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ। কিন্তু যে বিষয় কখনও চিন্তা কর নাই, তাহা কিরূপে বুঝিবে? আর আমি এই সকল কথা তোমার নিকট কিছু বলিতে চাই না। ও সকল কথা বলিতে গেলে মনে বড় কষ্ট উপস্থিত হয়।"

এই বলিয়াই গঙ্গাবাই গাত্রোত্থান করিয়া নিজের শয়ন প্রকোষ্ঠে চলিলেন। অনেক রাত্র হইয়াছে দেখিয়া লক্ষ্মীবাইও শয়ন করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কামাসক্ত হৃদয়ে কখনও প্রেমের সঞ্চার হয় না।

চিন্তাহীন মনুষ্য কখনও কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না। এ জগতে যেসকল মহাত্মা বিষয়বিশেষে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। সহস্র সহস্র পুস্তক অধ্যয়ন করিলেও চিন্তাহীন লোক কখনও প্রকৃত জ্ঞান উপার্জন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল ভারতের বর্তমান অবস্থা। দেশব্যাপি দারিদ্র্য এবং অন্নকষ্টনিবন্ধন ভারতযুবকদিগের একমাত্র অর্থচিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা নাই। কিরূপে আপন আপন উদরপূর্তি করিবেন এই চিন্তায় ভারতের শিক্ষিত যুবকদিগকে দিবারাত্রিপাত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের জীবনে সুশিক্ষার ফল কিছুই দেখা যায় না।

বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত চিন্তাশীলা ছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসন-প্রণালী এবং যুদ্ধকৌশলই ইঁহার একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় ছিল। সহচরী মন্দাবাইও দিবারাত্র চিন্তা করিতেন। বিপদ ইঁহার অন্তরে চিন্তানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। কিন্তু উঁহার চিন্তার বিষয় স্বতন্ত্র। মানব মনের সুখ, দুঃখ, ভালবাসা, ভক্তি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় সম্বন্ধেই কেবল তিনি অহর্নিশ চিন্তা করিতেন। স্বাধীন চিন্তাদ্বারা মনুষ্য অতিশয় দুরূহ এবং দুর্জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধেও অতি সহজে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু পক্ষান্তরে চিন্তাহীন লোকের পুস্তক অধ্যয়ন শুদ্ধ কেবল তাহাদিগের অন্তরে অভিমান উৎপাদন করে।

চিন্তাশীলা—লক্ষ্মীবাই এবং মন্দাবাই উভয়েই আপন আপন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক শয়ন করিলেন। কিন্তু চিন্তাক্রান্ত চিন্তাশীলতা নিবন্ধন কাহারও সহজে নিদ্রা হইল না।

শয়নাগারে লক্ষ্মীবাই ভাবিতেছেন—"যদি একান্ত আমাকে সিপাহীদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়, তবে কানপুর এবং ঝান্সীর মধ্যস্থলে এক স্বতন্ত্র শিবির সংস্থাপন করিতে হইবে, নতুবা উত্তর পূর্ব হইতে ইংরাজসৈন্যের গতিরোধ করিবার সুযোগ হইবে না। মিরাট, দিল্লী প্রভৃতি প্রদেশ হইতে ইংরাজগণ তাড়িত হইয়াছে। একমাত্র বঙ্গদেশেই ইঁহাদিগের বিশেষ প্রাধান্য রহিয়াছে। সুতরাং সর্বাগ্রে উক্ত পূর্বদিকের রাস্তা বন্ধ

করিতে হইবে। কিন্তু এই সিপাহীগণ কি সর্ব্বদা আমার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইবে?—কখনও না। ইহাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই, ইহারা একপ্রকার দস্যু। দস্যুর সঙ্গে মিলিত হইলে শুদ্ধ কেবল দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।"

এইরূপ চিন্তায় লক্ষীবাইর সময় অতিবাহিত হইতেছে; রাত্রিও ক্রমে অবসান হইয়া আসিতেছে।

প্রকোষ্ঠান্তরে গঙ্গাবাই অন্য প্রকারের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন—"মহারাজ নিতান্ত কামাসক্ত ছিলেন। কামাসক্ত পুরুষের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন।—কামাসক্ত পুরুষের হৃদয়ে কি কখনও প্রকৃত ভালবাসার সঞ্চার হয়? এসংসারের প্রায় অধিকাংশ লোকই নির্ব্বোধ—বাবার একটী কথাও মিথ্যা নহে—তিনি বলিতেন সংসারের অধিকাংশ লোকই পশু। সংসারের লোক নির্ব্বোধ এবং পশু না হইলে কামাসক্তিকে প্রকৃত ভালবাসা বলিয়া মনে করিবে কেন? লক্ষীবাই এত প্রখরা, তাঁহার এত বুদ্ধি, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারও স্পষ্ট ভ্রম রহিয়াছে। তিনি বলেন, মহারাজ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন—ভাল না বাসিলে আমাকে সর্ব্বদা নিজের প্রকোষ্ঠে রাখিবেন কেন? কিন্তু ইহা কি ভালবাসার লক্ষণ?—শাস্ত্রের কথা মিথ্যা নহে "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি"—মহারাজ অত্যন্ত কামুক ছিলেন। সম্ভোগে তাঁহার সেই কুপ্রবৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সেই জন্যই তিনি আমার সঙ্গছাড়া হইতেন না। কিন্তু তিনি কি আমাকে ভালবাসিতেন। পিতৃ ভবন অদর্শনে যে, আমি এত কষ্টভোগ করিতাম আমার সে কষ্ট নিবারণার্থে তিনি কিছুই যত্ন করিতেন না। হা পরমেশ্বর! আমার পিতা কি কেবল কষ্টভোগের জীবনের নিমিত্তই আমাকে এত যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন?"

এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র গঙ্গাবাইর চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শিরোদেশ উপাধান সিক্ত হইল। অজ্ঞাতসারে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাত্রি অবসান হইয়াছে। অরুণদেব গগনে সমুদিত হইয়াছে। হস্তদ্বারা চক্ষু সমাবৃত করিয়া শয্যা-শায়ীর অবস্থায় তিনি কাঁদিতেছেন। এখনও মনে করিতেছেন রাত্রি প্রভাত হয় নাই। অকস্মাৎ লক্ষীবাই তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক "কাঁদিতেছ?" এই বলিয়া তাঁহার চক্ষের উপরিস্থিত হাত দুইখানি ধরিলেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—

লক্ষ্মীবাই আবার বলিলেন "কাঁদিতেছিলে কেন ?"

গঙ্গাবাই অতি কষ্টে আত্মসংযম পূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর রাত্রে আর নিদ্রা হয় নাই।"

নিদ্রা না হইলে কি কাঁদিতে হয় নাকি ? সকল কথাই আমার নিকট গোপন করিতে চাহ। তোমার মনের সকল কথা আমার নিকটে বল। আমি যথাসাধ্য তোমার মনের কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিব।"

"আমার মনের দুঃখ দূর করিবার তোমার কি সাধ্য আছে ? একজন ভিন্ন আমার মনের দুঃখ কেহই দূর করিতে পারিবে না।"

"সে একজন কে ?—যোগিরাজ ?"

"না, যোগিরাজ নহে—মৃত্যুরাজ—যমরাজ"

"আমি বুঝিতে পারি না, কেন তোমার এইরূপ অবস্থা হইল।—ক্রমেই তোমার শরীর ক্ষীণ হইতেছে। ক্রমেই তোমার এই সুন্দর মুখখানি মলিন হইয়া যাইতেছে। আমার নিকট তোমার মনের সকল কথা বল।"

"আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তোমার নিকট আমি কখনও কোন কথা গোপন করি না।"

"তবে এখন কি জন্য কাঁদিতেছিলে, তাই স্পষ্ট করিয়া বল না।"

"রাত্রে ঘুম হয় নাই। নানা চিন্তার পর বাবাকে মনে হইল। বাবার দুঃখ কষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কান্না আসিল। তাই কাঁদিতেছিলাম।"

"তোমার বাবা কোথায় আছেন বল। আমি এখনই তাঁহাকে এখানে আনাইয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব। আমি তাঁহার পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে এখানে অবস্থান করিতে বলিব। তুমি আমি উভয়ে অহর্নিশ তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিব। তিনি এখানে সুখে থাকিবেন।"

"বাবা জীবিত আছেন কি না তাহাও জানি না। আর যদি জীবিত থাকেন, তবে কাশীতে, বিশেষতঃ এই রাজপ্রাসাদে তিনি কখনও পদার্পণ করিবেন না। কিন্তু জীবিত থাকিলে তাঁহার সম্বন্ধে আরও একটা চিন্তার কারণ আছে। আমার শোকে হয় ত তিনি পাগল হইয়াছেন।"

"তোমার কথা আমি স্পষ্টরূপে কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার বিবাহের পর কখনও তাঁহার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে ?"

"না"

"তবে তাঁহার ক্ষিপ্ত হইবার সম্ভব, কিরূপে বুঝিলে ?

"যোগিরাজের কথা শুনিয়া।"

"যোগিরাজ কি বলিয়াছেন ?"

"সে পূর্ব্বাপর সমুদয় কথা না শুনিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবে না।"

"তবে পূর্ব্বাপর সকল কথাই আমায় স্পষ্ট বল না। আমার নিকট কোন কথা গোপন করা কি উচিত ?"

গঙ্গাবাই এপর্য্যন্ত মনের অনেক কথা সপত্নীর নিকট প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এখন সপত্নীর অনুরোধে বলিতে লাগিলেন—

"আমার বিবাহ উপলক্ষে যে সকল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তুমি কিছুই জানিতে পার নাই। আমিও এসম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছুই জানিতাম না। কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর পর আমি যোগিরাজের নিকট সকল শুনিয়াছি।

"আমার বিবাহের পর একমাস অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই মহারাজ অত্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে কালপাত করিতে লাগিলেন। রাত্রে প্রায়ই তাঁহার নিদ্রা হইত না। কখনও কখনও একটু নিদ্রার আবেশ হইলে আবার স্বপ্ন দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিতেন। নিদ্রাবেশে কখনও কখনও "আমাকে হত্যা করিল" "আমাকে হত্যা করিল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন। আমি বিবাহের পর সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভয় করিতাম। তিনি নিজে কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে, আমি কখনও তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতাম না। কারারুদ্ধ বন্দীর ন্যায় আমি তাঁহার শয়নপ্রকোষ্ঠে কালযাপন করিতে [illegible]। পিতার অদর্শনে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

"বিবাহের মাসাধিক পরে একদিন অপরাহ্নে মহারাজ চিন্তাকুলমনে শয়নপ্রকোষ্ঠের গবাক্ষদ্বারে বসিয়াছিলেন। আমি [illegible] তাঁহার নিকটে বসিয়াছিলাম। অকস্মাৎ বাহিরের উদ্যানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন। [illegible] বালক ভূতের গল্প শুনিলে যদ্রূপ ভীত হয়, মহারাজের ঠিক তদ্রূপ [illegible] হইয়াছিল। উদ্যানের মধ্যে কাহাকে দেখিয়া মহারাজ এতদূর ভীত হইলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার একটু কৌতূহল হইল। আমি গবাক্ষের নিকট আসিয়া উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উদ্যান মধ্যে যোগিরাজকে দেখিতে পাইলাম। সেখানে তখন আর দ্বিতীয় লোক ছিল না। যোগিরাজকে [illegible]মাত্র আমার মনে হঠাৎ কিঞ্চিৎ সাহসের সঞ্চার হইল। ইঁহার নিকট পিতার [illegible] পাইব মনোমধ্যে এইরূপ আশার উদয় হইতে লাগিল। এপর্য্যন্ত মহারাজের সঙ্গে কথা বলিতে আমার

সাহস হয় নাই। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন, তাঁহার নিকট কখনও নিজে কোন প্রশ্ন করি নাই। কিন্তু এই সময় বিশেষ সাহস সহকারে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উদ্যানের মধ্যে ঐ যোগিরাজকে দেখিয়া আপনি এত ভীত হইলেন কেন?" মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না। আমি তখন তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার শিয়রে বসিলাম। আবার তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম— "যোগিরাজকে দেখিয়া আপনি এত ভীত হইলেন কেন?" এবারও মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না। আমার সাহস ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি তাঁহার স্কন্ধের উপর হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আবার বলিলাম "আপনি ঐ যোগিরাজকে দেখিয়া এত ত্রস্ত হইলেন কেন?"

"মহারাজ আমার প্রশ্নের উত্তর না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ও লোকটাকে পূর্ব্বে চিনিতে?" আমি বলিলাম "ইহার নাম আনন্দাশ্রম স্বামী। ইনি আমার পিতার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। বোধ হয় আমার পিতার সংবাদ প্রদানার্থ এখানে আমার নিকট আসিয়াছেন। ইহার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করিব।"

"মহারাজ বলিলেন—না—না—তোমাকে আমি কখনও ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিব না। এ লোকটা নিতান্ত ভণ্ড। ইংরাজদিগের গুপ্তচর। দিনে সন্ন্যাসীরবেশে ভ্রমণ করে, রাত্রে ইংরাজি পোষাক পরিধান করিয়া পলিটিক্যাল এজেণ্ট এবং রেসিডেণ্টদিগের সহিত সাক্ষাৎ করে।"

"যোগিরাজকে আমি জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতাম এবং অত্যন্ত ভালবাসিতাম। তাঁহাকে মহারাজ ভণ্ড বলিবামাত্র আমার মনে বড় কষ্ট হইল। সুতরাং মনোকষ্ট সম্বরণে অসমর্থা হইয়া আমি বলিলাম—ইনি পরমধার্ম্মিক। আমি এখনই ইহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়াই আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম।

"মহারাজ তখন আমার হাত ধরিয়া কৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"তুমি ঝান্সীর রাণী। তুমি এই প্রকার একটা ক্ষুদ্র লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহ। ইহাতে তোমার পদমর্যাদা বিনষ্ট হইবে।"—

"কিন্তু আমি তাঁহার কথায় কিছুতেই সম্মত হইলাম না। তখন মহারাজ অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন "আমার হুকুম মতে না চলিলে তরবারের দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" তাঁহাকে এইরূপ কোপাবিষ্ট দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইলাম। কিছুকাল তিনিও নির্ব্বাক্ রহিলেন; আমিও